কুরআন ও হাদীসের আলোকে

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আকীদা

মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু
অনুবাদ ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩০০

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২৪
ভাদ্র	১৪১০
সেপ্টেম্বর	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

العقيدة الاسلامية من الكتب والسنة الصحيحة -এর বাংলা অনুবাদ
QURAN O HADISER ALOKE ISLAMI AKIDAH by Muhammad Bin Jamil Jainu. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 50.00 Only.

অনুবাদকের কথা

মুমিনের বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসকে জান্নাতগামী ইঞ্জিন এবং শিরক ও বেদআত মিশ্রিত বিভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসকে তলাহীন ঝুড়ির সাথে তুলনা করা যায়। মুমিনের বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবে নেক আমল করা সত্ত্বেও পুরস্কার পাওয়া যাবে না। অনেকেই ভুল আকীদার কারণে শিরক ও বেদআতের সাগরে হাবুডুবু খায় এবং বহু গুনাহর কাজকে এখলাসের সাথে সওয়াবের কাজ মনে করে সময় ব্যয় করে। তারা বুঝতে পারে না কোন্‌টা সঠিক আকীদা এবং কোন্‌টা শিরক ও বেদআত। অন্যদিকে আকীদার পরিধিও ব্যাপক।

ঈমান ও আকীদার মতো মহামূল্যবান বিষয়কে বিশুদ্ধ রাখার স্বার্থে পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত দারুল হাদীসের শিক্ষক মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ ভিত্তিক সহজ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে العقيدة الاسلامية من الكتب والسنة الصحيحة –নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ বইটি উক্ত বইয়ের ১৫শ বর্ধিত সংস্করণের বাংলা অনুবাদ।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন পুস্তিকাটির মাধ্যমে বাংলাভাষী মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ করেন এবং বিভ্রান্ত আকীদার অনুসারীদেরকে সংশোধন করে তাদেরকে শিরক ও বেদআতমুক্ত করেন। আমীন।

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ,
রেডিও সৌদী আরব
মক্কা আল মোকাররমা, জেদ্দা
নবেম্বর, ১৯৯৫ সাল
রজব-১৪১৬ হিজরী
অগ্রহায়ণ–১৪০২ সাল

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের আত্মার ক্ষতি এবং মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউ গোমরাহ্ করতে পারে না এবং তিনি যাকে গোমরাহ্ করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সত্যিকার মাবুদ নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল।

আমি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের দলীল-প্রমাণ উল্লেখপূর্বক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেবো। এতে করে পাঠক বিশুদ্ধ জবাব পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারবেন। কেননা, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের ভিত্তি।

বইটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমি এ সংস্করণে যুগোপযোগী কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সংযোজন করেছি যা প্রতিটি মুসলমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এর দ্বারা মুসলমানদেরকে উপকৃত করেন এবং একে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়ে পরিণত করেন।

বিনীত

মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামের রোকন বা মৌলিক বিষয়	৭
ঈমানের রোকন বা মৌলিক বিষয়	৮
ইসলাম ও ঈমানের অর্থ	৯
বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার	১৫
তাওহীদের প্রকারভেদ ও উপকারিতা	১৮
কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ ও শর্ত	২২
আকীদা ও তাওহীদের গুরুত্ব	২৭
মুসলমান হওয়ার শর্তাবলী	৩১
আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী	৩৩
আকীদা আগে না কি শাসন ক্ষমতা আগে ?	৩৭
ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভাব পোষণ	৩৮
আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধু	৪০
বড় শিরক ও তার শ্রেণী বিভাগ	৪২
বড় শিরকের প্রকারভেদ	৪৭
আল্লাহর সাথে শিরক না করা	৫৮
বড় শিরকের ক্ষতি	৬১
ছোট শিরক ও তার প্রকারভেদ	৬২
ওসিলা গ্রহণ ও সুপারিশ প্রার্থনা করা	৬৫
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য	৭০
প্রসারিত বিপজ্জনক চিন্তাধারা	৭২
দাওয়াতে দীন ও বই-পুস্তক প্রকাশের উপকারিতা	৮৭
যৌথ সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ধ্বংসাত্মক মতবাদসমূহকে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট	৯০
জিহাদ, বন্ধুত্ব স্থাপন এবং বিচার ও শাসনব্যবস্থা	৯২
কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করা	৯৫
তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান	১০৩
সুন্নাহ ও বেদআহ	১০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামী শিক্ষা ও উপকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	১১০
মুক্তিপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল	১১১
কবর যেয়ারত, শান্তি ও শাস্তি	১১৪
আল্লাহর প্রতি দাওয়াত এবং মুসলমানদের বিশেষ করে আরবদের কর্তব্য	১২০
পুরাতন ও বর্তমান জাহেলিয়াত	১২৪
শিয়াদের আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা	১২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের রোকন বা মৌলিক বিষয়

১ম প্রশ্ন ঃ জিবরাঈল (আ) জিজ্ঞেস করেন ঃ "হে মুহাম্মাদ ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।"

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলেন ঃ "ইসলাম হচ্ছে–

১. তুমি সাক্ষ্য দেবে আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রচার করেন সে ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

২. তুমি নামায কায়েম করবে। নামাযের আরকান, শর্তাবলী এবং ফরয-ওয়াজিবসহ ধীর-স্থির ও বিনয়ের সাথে তা আদায় করতে হবে।

৩. যাকাত দেবে। কোনো মুসলমান ৮৫ গ্রাম সোনা বা সমমূল্যের নগদ অর্থ-সম্পদের মালিক হলে তা থেকে শতকরা ২.৫০ ভাগ যাকাত দেবে। নগদ অর্থ ছাড়া অন্যান্য সম্পদের যাকাতের সুনির্দিষ্ট নেসাব ও পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে।

৪. রমযানের রোযা রাখবে। (তুমি সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সকল প্রকার খাদ্য, পানীয়, স্ত্রী সহবাস এবং রোযা ভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকবে।)

৫. সামর্থ্য থাকলে মক্কায় আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করবে।"

–মুসলিম

ঈমানের রোকন বা মৌলিক বিষয়

১ম প্রশ্ন ঃ জিবরাঈল (আ) জিজ্ঞেস করেন ঃ "আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।"

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "ঈমান হচ্ছে–

১. তুমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করবে। (তুমি একথা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ স্রষ্টা ও সত্যিকারের মাবুদ এবং তাঁর রয়েছে বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ الشورى : ١١

"তাঁর সমতুল্য কিছু নেই এবং তিনি সর্বাধিক শ্রোতা ও দ্রষ্টা।"
–সূরা আশ শুরা ঃ ১১

২. তাঁর ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনবে। তাঁরা হচ্ছেন, নূরের সৃষ্টি। আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য তাদের সৃষ্টি, আমরা তাঁদেরকে দেখি না।

৩. তাঁর প্রেরিত আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনবে। (সেগুলো হচ্ছে তাওরাত, ইনজীল ও যাবুর। কুরআন হচ্ছে সেগুলোকে রহিতকারী।)

৪. তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনবে। [প্রথম রাসূল হলেন, নূহ (আ) এবং সর্বশেষ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)]।

৫. শেষ দিনের উপর ঈমান আনবে। (সেদিন মানুষের কাজের হিসাব নেয়া হবে।)

৬. ভালো-মন্দের বিষয়ে তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।

(অর্থাৎ কার্যকারণের ধারণাসহ আল্লাহর নির্ধারিত বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে।)–মুসলিম

ইসলাম ও ঈমানের অর্থ

১ম প্রশ্ন ঃ ইসলাম অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহর একত্ববাদ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে এবং শিরক থেকে দূরে থেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لا وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ـ البقرة : ١١٢

"হাঁ, যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে সমর্পণ করে, আল্লাহর কাছে তার রয়েছে বিনিময়। তাদের কোনো ভয়-ভীতি নেই আর না থাকবে কোনো পেরেশানী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১২

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ○

"ইসলাম হচ্ছে, একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা।"–মুসলিম

২য় প্রশ্ন ঃ ঈমান কি ?

উত্তর ঃ ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ط قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط ـ الحجرت : ١٤

"বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। (হে নবী!) আপনি বলুন ঃ তোমরা এখন পর্যন্ত ঈমান আননি। বরং বল ঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। কেননা, ঈমান তোমাদের অন্তরে এখন পর্যন্ত প্রবেশ করেনি।"
–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৪

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ -

"ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূল, শেষ দিবস এবং ভালো-মন্দের ব্যাপারে তাকদীরের উপর বিশ্বাস করবে।"–মুসলিম

হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ শুধুমাত্র মনের আকাঙ্ক্ষা কিংবা বাহ্যিক সাজ-সজ্জার নাম ঈমান নয়, বরং এটা হচ্ছে অন্তরের ঐ দৃঢ়তা যাকে আমল সত্যায়িত করে।

৩য় প্রশ্ন ঃ তোমার রব কে ?

উত্তর ঃ আমার রব ঐ আল্লাহ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকেও আপন নেয়ামত দ্বারা প্রতিপালন করছেন। তিনি আমার মাবুদ। তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"–সূরা আল ফাতিহা ঃ ১

৪র্থ প্রশ্ন ঃ তোমার দীন কি ?

উত্তর ঃ আমার দীন হচ্ছে ইসলাম। আর এটা হলো কুরআন ও সুন্নাহর প্রদর্শিত ইবাদাত ও আনুগত্যের নাম। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلاَمُ ○

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯

৫ম প্রশ্ন ঃ তোমার নবী কে ?

উত্তর ঃ আমার নবী হচ্ছেন, মুহাম্মদ (স)। তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম আমেনা বিনতে ওহাব। তিনি সকল মানুষের প্রতি নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَآاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ الاعراف : ١٥٨

"আপনি বলুন, হে মানবজাতি ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮

তিনি হচ্ছেন শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী ও রাসূল আসবেন না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ط

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪০

যখন তাঁর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি নবী হন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ○ العلق : ١

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আলাক ঃ ১

যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি রাসূল হন ঃ

يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ○ المدثر : ١ـ٢

"হে চাদরাবৃত ব্যক্তি ! উঠুন এবং ভয় প্রদর্শন করুন।"
–সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ১-২

যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর তখন তাঁর উপর অহী নাযিল হয়। নবুওয়াতের ১৩ বছর পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে ১০ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি সর্বপ্রথম তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দেন। আর তা হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো মাবুদ নেই। তাঁর প্রতিপালক তাঁকে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই দোআ করা এবং মুশরিকদের মতো দোআয় আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করার আদেশ দেন। আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّى وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا○ الجن : ٢٠

"(হে নবী!) বলুন, আমি কেবলমাত্র আমার রবের কাছেই দোআ করি এবং তাঁর সাথে দোআয় অন্য কাউকে শরীক করি না।"

–সূরা জ্বিন ঃ ২০

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দোআই হচ্ছে ইবাদাত।"–তিরমিযী এটাকে হাসান ও বিশুদ্ধ বলেছেন

মুসলমানদের কর্তব্য হলো, একমাত্র আল্লাহকেই ডাকা এবং তিনি ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা। চাই তারা নবী বা অলী যাই হোক না কেন। কেননা আল্লাহ একাকীই শক্তিমান। তিনি ছাড়া অন্যান্য মৃতরা ক্ষতি প্রতিরোধ করতে অক্ষম।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ لا اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ۝ النحل : ٢٠-٢١

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে তারা কোনো জিনিস সৃষ্টি করতে পারে না। (অথচ) তারাও তো সৃষ্ট। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তাদেরকে কখন পুনর্জীবিত করা হবে এটাও তাদের জানা নেই।"–সূরা আন নাহল ঃ ২০-২১

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ পুনরুত্থান সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস কি এবং এটাকে অস্বীকার করার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ পুনরুত্থান সম্পর্কে আমার বিশ্বাস হচ্ছে, এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এটি আল্লাহর উপর ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা কুফরী এবং অস্বীকারকারী অনন্তকাল জাহান্নামী।

আল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্য এর প্রমাণ ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ ط قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ۝ يس : ٧٨-٧٩

"এবং সে আমাদের সামনে উপমা পেশ করে এবং নিজে আপন সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে। সে বলে, কে ধ্বংস প্রাপ্ত অস্থি-মজ্জাকে

পুনরায় জীবিত করবে ? হে নবী ! বলুন, যিনি এটাকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই এটাকে পুনরায় জীবিত করবেন। আর তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮-৭৯

৭ম প্রশ্ন ঃ ভালো মৃত্যুর লক্ষণ কি ?

উত্তর ঃ ভালো মৃত্যুর লক্ষণ অনেক। মৃত্যুকালে যদি এর কোনো একটাও ভাগ্যে জোটে তাহলে তাই তার জন্য সুসংবাদ। ওহে, যার জন্য সুসংবাদ !

১. মৃত্যুর সময় কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করা।–হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে

২. শুক্রবার দিন বা রাতে মৃত্যু বরণ করা।–হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে।

৩. মৃত্যুকালে কপাল ঘর্মাক্ত হওয়া।–হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে

৪. যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হওয়া।–হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে

৫. আল্লাহর রাস্তায় গাযী হিসেবে মৃত্যুবরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে নিহত হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু হওয়া, প্লেগ রোগে মৃত্যু এবং পেট ফাঁপা ও ডাইরিয়াসহ পেটের যাবতীয় রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করা।

৬. পানিতে ডুবে কিংবা আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া।

৭. প্রসবকালীন অবস্থায় কোনো মহিলা মারা গেলে।

৮. পাঁজরে টিউমার হয়ে মারা গেলে।

৯. যক্ষ্মা রোগে মারা গেলে।

১০. নিজের দীন ও জান-মালের হেফাযত করতে গিয়ে মারা গেলে।

১১. জিহাদের ময়দানে পাহারারত অবস্থায় মারা গেলে।

১২. নেক কাজ করা অবস্থায় মারা গেলে। যেমন কালেমার উচ্চারণ, নামায ও সদকা করার সময়। (উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের সমর্থনে আল্লামা নাসেরুদ্দিন আলবানীর লিখিত 'আহকামুল জানায়েয' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন হাদীসে ঐ সকল লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে শহীদ ছাড়াও আরও সাত ব্যক্তি শহীদ।

১. প্লেগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, ২. পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ৩. ফুসফুসের আবরণে সংক্রমিত ব্যক্তি, ৪. পেটের অসুখে মৃত ব্যক্তি, ৫. আগুনে পোড়া ব্যক্তি, ৬. মাটি চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি, ৭. প্রসবকালীন সময়ে মৃত নারী।

(হাকেম এটাকে সহীহ্ হাদীস বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবীও ঐকমত্য পোষণ করেছেন) গর্ভবতী এবং নেফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের মৃত্যুও শাহাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা দেয় এবং (এর উপর আস্থাশীল অবস্থায়) যার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখে এবং রোযা সহকারে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে এবং দান করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে যাবে।

আল্লামা নাসেরুদ্দিন আলবানী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্।

বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার

১ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদাত ও দাসত্ব করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী এর প্রমাণ। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ○ الذريت : ٥٦

"আমি মানুষ এবং জ্বিনকে একমাত্র আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হলো তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।"–বুখারী ও মুসলিম

২য় প্রশ্ন ঃ ইবাদাত কাকে বলে ?

উত্তর ঃ ইবাদাত হচ্ছে সে সকল কথা ও কাজ-কর্মের সমষ্টি যা আল্লাহ ভালোবাসেন। যেমন–দোআ, নামায, বিনয়, ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

"আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৬৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ -

"আল্লাহ বলেন, আমি বান্দার জন্য যে সকল জিনিস ফরয করেছি তাছাড়া আমার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য অন্য কোনো কিছু বেশী প্রিয় নেই।"–বুখারী-হাদীসে কুদসী

৩য় প্রশ্ন ঃ আমরা কোন্ পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদাত করবো ?

উত্তর ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে আদেশ করেছেন, সেভাবে ও সে পদ্ধতিতেই ইবাদাত করতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْآ اَعْمَالَكُمْ

"হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের আমল বরবাদ করো না।"-সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ـ

"যে ব্যক্তি এমন আমল করে যা করার জন্য আমাদের নির্দেশ নেই, সেই আমল গ্রহণযোগ্য নয়।"–মুসলিম

৪র্থ প্রশ্ন ঃ ইবাদাতের শ্রেণী বিভাগগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ ইবাদাতের অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে, এর মধ্যে দোআ করা, ভয় করা, আশা করা, নির্ভরতা, আগ্রহ, আযাবের ভয় প্রদর্শন, যবেহ করা, মান্নত মানা, রুকূ'-সাজদা করা, তাওয়াফ করা, শপথ করা ও বিচার সহ বিভিন্ন বৈধ ইবাদাত অন্যতম।

৫ম প্রশ্ন ঃ আমরা কি ভয় ও আশা সহকারে ইবাদাত করবো ?

উত্তর ঃ হাঁ, আমরা ঐভাবেই তাঁর ইবাদাত করবো। আল্লাহ বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط ـ الاعراف : ٥٦

"তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশা সহকারে ডাক।"
–সূরা আল আরাফ ঃ ৫৬

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَسْاَلُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ ـ

"আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।"–আবু দাউদ–সহীহ সনদ সহকারে

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ ইবাদাতে ইহসানের মানে কি ?

উত্তর ঃ ইবাদাতে ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা এবং আল্লাহ তাকে দেখছেন বলে অনুভব করা। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ۝ الشعراء : ٢١٨ـ٢١٩

"তিনি এমন সত্তা, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও ও নামাযীদের মধ্যে উঠা-বসা কর, তখন তিনি তোমাকে দেখেন।"

–সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৮-২১৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ -

"তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে এরূপ মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।"–মুসলিম

৭ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অধিকারের পর কার অধিকার সর্বাধিক ?

উত্তর ঃ মাতা-পিতার অধিকার সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا○ بنى اسرائيل : ٢٣

"তোমার রব হুকুম দিয়েছেন, তাঁর ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার কাছে যদি তাদের একজন কিংবা উভয়েই যদি বার্ধক্যে পৌঁছে তখন তাদের সামনে 'উহ !' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না ; তাদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবে।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল ! মানুষের মধ্যে কে আমার সৎ সাহচর্য পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে ? তিনি বলেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? তিনি এবারেও বলেন, 'তোমার মা'। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? এবার তিনি বলেন, 'তোমার বাপ'।"

–বুখারী, মুসলিম

তাওহীদের প্রকারভেদ ও উপকারিতা

১ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কেন রাসূল পাঠিয়েছেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তাঁর ইবাদাতের দিকে দাওয়াত এবং তাঁর সাথে শরীক করা থেকে লোকদেরকে নিষেধ করার জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج

"আমি প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি যাতে তোমরা আমার ইবাদাত করো ও তাগুতের (খোদাদ্রোহী শক্তি) আনুগত্য থেকে বিরত থাক।"–সূরা আন নাহল ঃ ৩৬

তাগুত হচ্ছে সেই শক্তি মানুষ যার ইবাদাত করে, আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর কাছে দোআ করে এবং এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

وَالاَنْبِيَاءُ اِخْوَةٌ وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ ـ

"নবীগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই এবং তাঁদের দীন এক।"
–বুখারী, মুসলিম

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীই আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন।

২য় প্রশ্ন ঃ রবের একত্ববাদের অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টি ও পরিচালনা সহ সকল কাজে এক ও অদ্বিতীয় গণ্য করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ الحاتحة : ١

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।"
–সূরা আল ফাতিহা ঃ ১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ـ

"তুমি আসমান ও যমীনের রব।"–বুখারী ও মুসলিম

৩য় প্রশ্ন ঃ ইলাহ বা মাবুদের একত্ববাদের অর্থ কি ?

উত্তর ঃ তা হচ্ছে, ইবাদাতকে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। যেমন–দোআ করা, যবেহ করা, মান্নত মানা, নামায পড়া, আশা করা, ভয় করা, সাহায্য চাওয়া, ভরসা করা ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ ج لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ البقرة : ١٦٣

"আর তোমাদের মাবুদ বা উপাস্য একই, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি দয়ালু ও মেহেরবান।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

فَلْيَكُنْ اَوَّلُ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ـ شَهَادَةَ اَنْ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ ـ

"তুমি সর্বপ্রথম যে দাওয়াত দেবে তা হচ্ছে একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।"–বুখারী ও মুসলিম

বুখারী শরীফের আরেক বর্ণনায় এসেছে, "তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেয়ার আহ্বান জানাবে।"

৪র্থ প্রশ্ন ঃ রব ও ইলাহর একত্ববাদের লক্ষ্য কি ?

উত্তর ঃ রব ও ইলাহর একত্ববাদের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ যেন তাদের রব ও মাবুদের মহত্ব জানে, তাদের ইবাদাতে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করে, আচরণে তাঁর আনুগত্য করে, অন্তরে যেন ঈমান ভালোভাবে স্থিতিশীল হয় এবং যমীনে আল্লাহর আইন তথা ইসলামী শরীআহ কায়েম হয়।

৫ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদের অর্থ কি ?

উত্তর ঃ এটা হচ্ছে, আল্লাহ কুরআনে নিজের যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করেছেন কিংবা তাঁর রাসূল বিশুদ্ধ হাদীসে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো হুবহু সেভাবে মেনে নেয়া এবং তাতে কোনো অপব্যাখ্যা, দেহ নির্ধারণ, সাদৃশ্য স্থাপন, অস্বীকৃতি এবং প্রকৃতি নির্ণয় না করা। যেমন, আরশে আল্লাহর উর্ধাবস্থান, তাঁর অবতরণ এবং তাঁর হাতসহ বিভিন্ন গুণাবলীকে আল্লাহর পরিপূর্ণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মেনে নেয়া। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○ الشورى : ١١

"কোনো কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়, তিনি সর্বাধিক শ্রোতা ও দ্রষ্টা।"
–সূরা আশ শুরা ঃ ১১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

يَنْزِلُ اللّٰهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ـ

"আল্লাহ প্রতি রাতে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন।"–আহমাদ

এ অবতরণ তাঁর মহান মর্যাদার উপযোগী এবং এটা সৃষ্টিজগতের কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কোথায় আছেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ আসমানে আরশের উপর আছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ○ طه : ٥

"দয়ালু আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন আছেন।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ৫

এখানে আরশের উপর 'সমাসীন হওয়ার' জন্য استوى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো, উপরে উঠা বা আরোহণ করা। যেমন বুখারী শরীফে তাবেঈনে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ ـ

"আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টির আগে একটি ভাগ্যলিপি লেখেন যে, আমার রহমত গযবের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। সেটা আরশের উপর আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে।"–বুখারী

যে ব্যক্তি আরশের উপর আল্লাহর অবস্থানকে অস্বীকার করে সে কুরআন ও হাদীসের বিরোধিতা করে।

৭ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কি আমাদের সাথে আছেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে, তিনি আমাদেরকে দেখেন ও শুনেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ لَاتَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى ○ طه : ٤٦

"তোমরা দুজন ভয় করো না নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের সাথে আছি শোনা ও দেখার মাধ্যমে।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ৪৬

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

اِنَّكُم تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ ـ

"তোমরা নিশ্চয়ই সর্বাধিক বড় শ্রোতা নিকটবর্তী সত্তাকে ডাক এবং তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছেন।"–মুসলিম

৮ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহর একত্ববাদের উপকারিতা কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহর একত্ববাদের উপকারিতা হচ্ছে, পরকালের স্থায়ী শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করা, দুনিয়াতে হেদায়াত প্রাপ্তি এবং গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْلٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ○

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলমের (শিরকের) সাথে মেশায়নি তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত।"–সূরা আল আনআম ঃ ৮২

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ـ

"আল্লাহর নিকট বান্দার অধিকার হলো, তিনি ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন না, যে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি।"

–বুখারী ও মুসলিম

'কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ ও শর্ত

১ম প্রশ্ন ঃ কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ ও শর্তসমূহ কি ?

উত্তর ঃ হে দীনি ভাই ! আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাকে হেদায়াত করুন। নিশ্চয়ই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' জান্নাতের চাবি। কমপক্ষে দু দাঁত ছাড়া চাবি হতে পারে না। আপনি যদি দাঁত বিশিষ্ট চাবি নিয়ে আসেন তাহলেই কেবল তালা খুলতে পারবেন। নচেত খুলতে পারবেন না।

কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাঁত হলো নিম্নের শর্তসমূহ ঃ

১. ইলম ঃ এর অর্থ হলো, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদকে স্বীকার না করা এবং একমাত্র আল্লাহকেই মাবুদ বলে জানা ও মানা।

আল্লাহ বলেন ঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ محمد : ١٩

"জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই।"

–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯

অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্যিকার মাবুদ ও উপাস্য নেই।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

"যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় জানতো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তারপর মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"–মুসলিম

২. সন্দেহ দূরকারী ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ঃ সন্দেহমুক্ত অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ـ

"প্রকৃতপক্ষে তারাই হচ্ছে মু'মিন যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং পরে তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি।"

–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَ يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ ـ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল ! যে ব্যক্তি এরূপ সন্দেহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে যাবে।"–মুসলিম

৩. **কবুল করা** ঃ মুখে ও অন্তরে কালেমার দাবী কবুল করা। আল্লাহ মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْاۤ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْاۤ اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝ الصفت : ٣٥ـ٣٦

"যখনই তাদের কাছে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দেয়া হয়, তখনই তারা সাথে সাথে অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করবো ?"
–সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ৩৫-৩৬

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, কাফেররা মু'মিনদের মতো কালেমা উচ্চারণ করতে অহংকার করতো।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰي يَقُوْلُوْا لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصِمَ مِنِّىْ مَالُهُ وَنَفْسُهُ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

"লোকেরা যে পর্যন্ত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা না দেবে, সে পর্যন্ত আমাকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা দেবে ইসলামের অধিকার ও দণ্ড আইন ছাড়া তার জান-মাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু তার চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশ আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রয়েছে।"
–বুখারী ও মুসলিম

৪. আল্লাহর নিম্নলিখিত আয়াতে যেভাবে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ - الزمر : ٥٤

"আর তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর।"–সূরা আয যুমার ঃ ৫৪

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর।

৫. মিথ্যার বিপরীতে সত্যতা সহকারে মনে-প্রাণে কালেমা উচ্চারণ করা।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

الٓمّٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

"আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি এ ধারণা করেছে যে, তারা ঈমান এনেছে একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ জানেন, ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।"–সূরা আনকাবুত ঃ ১-৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ -

"কেউ যদি সত্যিকারভাবে মন থেকে একথার সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল', তাহলে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেবেন।"–বুখারী ও মুসলিম

৬. সকল ধরনের শিরক থেকে দূরে থেকে নেক নিয়তে আমল করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ٧ - البينه : ٥

"আর তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে দীনদারীতে নিষ্ঠাবান হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতে।"–সূরা আল বাইয়্যেনাহ ঃ ৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ

"কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তিনি হবেন যিনি মন থেকে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ঘোষণা দিবেন।"–বুখারী

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ

"আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর জাহান্নাম হারাম করেছেন, যে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।"
–মুসলিম

৭. কালেমা তাইয়েবার দাবীর প্রতি ভালোবাসাসহ এ কালেমার শর্ত পূরণকারী ও আমলকারীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং এর বিরোধীদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ط - البقرة : ١٦٥

"মানুষের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে শরীক বানিয়েছে এবং তাদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত, আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাধিক ভালোবাসে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّا فِيْهِ وُجِدَبِهِنَّ حَلاَوَةُ الْاِيْمَانَ : اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَيُحِبُّ اِلاَّ لِلّٰهِ ، وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ -

"যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে সে সেগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে সর্বাধিক প্রিয় হবে। ২. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসবে না। ৩. আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর তার আবার কুফরীতে ফিরে যাওয়া ততটুকু অপসন্দনীয় হবে, যতটুকু আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার জন্য অপসন্দনীয়।"

–বুখারী, মুসলিম

শেখ মুহাম্মাদ সাঈদ কাতুতানীর লিখিত 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' বই থেকে এ অংশটুকু উদ্ধৃত।

৮. তাগুতকে অস্বীকার করা। তাগুত হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য। আল্লাহকে রব এবং সত্যিকার মাবুদ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাগুতের গোলামী করা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ع لَاانْفِصَامَ لَهَا ط البقرة : ٢٥٦

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত রশিকে আঁকড়ে ধরলো যা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো নয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنَ اللّٰهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ـ

"যে ব্যক্তি কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তার জান-মাল অন্যের জন্য হারাম হয়ে যায়।"–মুসলিম

আকীদা ও তাওহীদের গুরুত্ব

১ম প্রশ্ন ঃ আমরা কেন অন্যান্য বিষয়ের উপর তাওহীদের গুরুত্ব বেশি দেই ?

উত্তর ঃ আমরা অনেক কারণে তাওহীদের গুরুত্ব বেশি আরোপ করি। কারণগুলো হচ্ছে ঃ

১. তাওহীদ হচ্ছে শিরকের বিপরীত। এটা হচ্ছে দীনের এমন মৌলিক ভিত্তি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আর কালেমা শাহাদাতের মাধ্যমে তাওহীদের প্রতিফলন ঘটে।

কালেমা শাহাদাত হচ্ছে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং একথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।"

২. উল্লেখিত তাওহীদের মাধ্যমেই একজন কাফের ইসলামে প্রবেশ করে। ফলে তাকে হত্যা করা যায় না। আর কোনো মুসলমান তাওহীদকে অস্বীকার কিংবা এর কোনো অংশের প্রতি বিদ্রূপ করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং হত্যার যোগ্য হয়।

৩. সকল রাসূল নিজ নিজ উম্মাতকে এ তাওহীদের দিকেই দাওয়াত দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মাহর কাছে এ বাণী দিয়ে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং তাগুত (আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য) থেকে দূরে থাকবে।"–সূরা আন নাহল ঃ ৩৬

৪. তাওহীদের জন্যই আল্লাহ সকল জগত সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ○الذرعت : ٥٦

"নিশ্চয়ই আমি জ্বিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

আয়াতে ইবাদাত বলতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রকাশ করাকে বুঝানো হয়েছে।

৫. তাওহীদ হচ্ছে, প্রতিপালক ও মাবুদের একত্ববাদসহ শাসন ও হুকুম, আল্লাহর নাম, গুণাবলী এবং সকল প্রকার ইবাদাতের একত্ববাদ।

৬. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত তাওহীদের গুরুত্ব অত্যধিক। একবার আমার সাথে এক মুসলিম যুবকের সাক্ষাত হওয়ার পর সে বলে, 'আল্লাহ সর্বত্র বিদ্যমান।' তখন আমি বললাম, তুমি যদি তাঁর সত্তাকে সর্বত্র বিরাজমান বুঝে থাকো, তাহলে সেটা বিরাট ভুল। কেননা, আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন ঃ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى। "আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন আছেন।"

আর যদি তুমি একথা বুঝে থাক যে, আল্লাহ নিজ জ্ঞান সহকারে আমাদের সাথে আছেন এবং তিনি আমাদের কথা শুনেন এবং আমাদেরকে দেখেন, তাহলে সেটা ঠিক আছে। যুবকটি আমার এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

৭. তাওহীদের উপর মানুষের দোজাহানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ভর করে।

৮. তাওহীদই আরবদেরকে শিরক, যুলম, মূর্খতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে ন্যায় বিচার, সম্মান, জ্ঞান, ঐক্য ও সাম্যের দিকে নিয়ে আসে।

৯. তাওহীদের মাধ্যমেই মুসলমানরা বিভিন্ন দেশ জয় করে মানুষকে আল্লাহদ্রোহীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মানুষের প্রতিপালকের ইবাদাত এবং বিকৃত ধর্মের যুলুম-নির্যাতন থেকে ইসলামের সুবিচারের প্রতি আকৃষ্ট করে।

১০. তাওহীদই কেবল মুসলমানকে জিহাদ, ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

১১. কেবলমাত্র তাওহীদই আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে এক উম্মায় পরিণত করে। আর সে কারণেই সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহ্হাব কর্তৃক তাওহীদের দাওয়াত হাজীদের মাধ্যমে ভারতে পৌঁছার পর উপনিবেশবাহী ইংরেজরা ভীত হয়ে পড়ে। কারণ তারা জানে

যে, এ দাওয়াত বিশ্বব্যাপী সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে। যার ফলশ্রুতি হিসেবে তারা ইংরেজদেরকে তাদের উপনিবেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ফলে, ইংরেজরা তাদের তাবেদার গোষ্ঠীকে নিয়ে তাওহীদের দাওয়াতের প্রতিরোধ করে এবং একে 'ওহাবী দাওয়াত' নামে আখ্যায়িত করে। এ প্রচারণার উদ্দেশ্য হলো, লোকদেরকে এ দাওয়াত থেকে দূরে রাখা। শেখ আলী তানতাওয়া তাঁর লিখিত 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহ্হাব' এবং 'শহীদ আহমাদ ইরফান' বইতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

১২. তাওহীদই মুজাহিদের শেষ পরিণতি নির্ধারণ করে। সে তাওহীদপন্থী হলে জান্নাতে যাবে আর মুশরিক হলে জাহান্নামে যাবে।

১৩. তাওহীদের জন্যই জিহাদ সংঘটিত হয় এবং মুসলমানরা শাহাদাত বরণ করে। আর এর কারণেই বিজয় লাভ করে। তাওহীদের কারণেই মুসলমানরা লড়াই অব্যাহত রেখেছে। আর এর বাস্তবায়ন ছাড়া তাদের ইয্যত বাড়বে না এবং সাহায্য আসবে না। অতীতে যেমন এ তাওহীদ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে এর ভিত্তিতে বিরাট রাষ্ট্র কায়েম করেছিল, আজও তা পুনরায় তাদের খ্যাতি, সম্মান ও রাষ্ট্র ফিরিয়ে দিতে পারে যদি তারা তাওহীদের দিকে ফিরে আসে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমসমূহ দৃঢ় করে দেবেন।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭

২য় প্রশ্ন ঃ মানুষের জন্য দীন ও আকীদার দাবী কি ?

উত্তর ঃ মানুষ নিজ প্রকৃতির মধ্যে সীমিত। বিশ্বজাহানের প্রভুর দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ব্যাপারেও সীমাবদ্ধ। তার কর্তব্য হলো, যমীনে আল্লাহর সকল প্রকার ইবাদাত আনজাম দেয়া। মানুষ তার স্বভাবজাত অভ্যাস অনুযায়ী কখনও হারিয়ে যাওয়া কণার মতো বেঁচে থাকতে চায় না। সেজন্য চাই তার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন আকীদা-বিশ্বাস যা তাকে তার চারপাশের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেবে, তার মর্যাদা নির্ধারণ করবে, তার দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের চিরন্তন সৌভাগ্য লাভের দিশারী সহজ-সরল পথের সন্ধান দেবে। এ আকীদা তার জন্য স্বচ্ছ আলোর মতো, যার মধ্যে রয়েছে আদেশ-নিষেধ তথা

নিয়মাবলী এবং মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার আইন-বিধান। এটা তাকে এমন নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দান করে যা হেদায়াত ও আলো এবং সাফল্য ও বিজয়ে কানায় কানায় পূর্ণ।

আল্লাহ বলেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

"তোমরা আল্লাহর রং ধারন করো। আল্লাহর রং-এর চেয়ে উত্তম রং আর কার হতে পারে ? আমরা তাঁরই ইবাদাত করি।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৮

৩য় প্রশ্ন ঃ দীনের দাওয়াতদানকারী এবং ইসলামী দলগুলোর কর্তব্য কি ?

উত্তর ঃ দীনের দাওয়াতদানকারী এবং ইসলামী দলগুলোর কর্তব্য হচ্ছে, কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী চলা এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (স) সহ অন্যান্য নবীদের অনুসৃত পদ্ধতিতে কাজ শুরু করা। মুহাম্মাদ (স) প্রথমে তাওহীদের মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করেছেন। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে সে তাওহীদের মূল সুর। এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর ব্যাপী এ বিষয়ের প্রতিই দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। যে পর্যন্ত না সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে দোআসহ ইবাদাত সম্পর্কে এ ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে দোআ করা যায় না। কেননা, তিনিই এককভাবে শক্তিশালী এবং অন্যরা অক্ষম। আইন প্রণয়ন ও শাসন করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। কেননা, তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই বান্দাহর মঙ্গল সর্বাধিক জানেন। তারপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদ ও যুদ্ধের আহ্বান জানান।

মুসলমান হওয়ার শর্তাবলী

১ম প্রশ্ন ঃ মুসলমান হওয়ার শর্তাবলী কি ?

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তি নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা ছাড়া মুসলমান হতে পারে না ঃ

১. ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

২. আল্লাহর রাসূলের আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে, তাঁর আদেশের আনুগত্য করতে হবে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৩. মুশরিক ও কাফেরদের সাথে শত্রুতার ভাব পোষণ করতে হবে। বহু মুসলমান শিরক না করলেও মুশরিকদেরকেও শত্রু মনে করে না। ফলে তারা সত্যিকার মুসলমান হতে পারে না। এর ফলে তারা সকল নবীর অনুসৃত নীতি লঙ্ঘন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইবরাহীম (আ) নিজ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ـ الممتحنة : ٤

"আমরা তোমাদেরকে মানি না। আর আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়েছে। আর তা সে পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনো।"

–সূরা মুমতাহিনা ঃ ৪

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, প্রথমে শত্রুতা ও পরে বিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে। কেননা প্রথমটা দ্বিতীয়টা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান কোনো সময় মুশরিকের প্রতি শুধু ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে, কিন্তু শত্রুতার ভাব পোষণ করে না। ফলে মুসলমান হিসেবে যা তার কর্তব্য ছিল সে তা পালন করে না। তাকে শত্রুতা ও বিদ্বেষ এ দু মনোভাবই প্রকাশ করতে হবে। শুধু মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করলেই চলবে না বরং শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। আপনি যদি তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সংযোগ রক্ষা করেন, তাহলে তা বিদ্বেষ প্রমাণ করে না।

৪. উপদেশের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। কেউ যদি বলে যে, কোনো মুসলমান শিরক, কুফর ও গুনাহর কাজ করলে আমি তাতে আপত্তি করবো না। তাহলে, সে যথার্থ মুসলমান হতে পারে না। তখন উপদেশ দেয়া তার জন্য ফরয। তাতে অবশ্যই শিরক, কুফর এবং গুনাহসহ বিভিন্ন মন্দ কাজের বিপদের বিরুদ্ধে নরম ও ভদ্রভাবে বর্ণনা করতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط - النحل : ١٢٥

"তুমি তোমার রবের পথের দিকে বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও নেক উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক কর।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

২য় প্রশ্ন ঃ তাওবা কবুলের শর্তাবলী কি ?

উত্তর ঃ তাওবা কবুলের শর্তাবলী হচ্ছে ঃ

১. **ইখলাস বা একনিষ্ঠতা ঃ** গুনাহগার ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে, অন্য কোনো দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে নয়।

২. **লজ্জিত হওয়া ঃ** গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে লজ্জিত হতে হবে।

৩. গুনাহগার ব্যক্তি কৃত গুনাহ সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে।

৪. গুনাহর পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

৫. **গুনাহ মাফ চাওয়া ঃ** আল্লাহর অধিকারের মধ্যে যে গুনাহ করেছে সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

৬. **প্রাপ্য আদায় করা ঃ** মানুষের প্রাপ্য অধিকার আদায় করা কিংবা ক্ষমা করে দেয়া।

৭. **তাওবা কবুলের সময় ঃ** পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার আগে তাওবা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهٖ مَالَمْ يُغَرْغِرْ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাহর তাওবা কবুল করেন, যে পর্যন্ত না তার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়।"–তিরমিযী এটাকে হাসান বলেছেন

আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী

১ম প্রশ্ন ঃ আমল কবুলের শর্তাবলী কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহর কাছে আমল কবুলের ৪টি শর্ত আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ এবং একত্ববাদের উপর ঈমান আনা। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًاۙ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।"

–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ১০৭

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ـ

"বলুন, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, অতপর অটল থাক।"

–মুসলিম

২. **ইখলাস ঃ** ইখলাস বা একনিষ্ঠতা হচ্ছে, লোক দেখানো কিংবা সুনামের উদ্দেশ্যে ছাড়া একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করা।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ المؤمن : ١٤

"এবং তোমরা আল্লাহকে ডাক এবং তাঁর দীনকে একনিষ্ঠ কর।"

–সূরা মু'মিন ঃ ১৪

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

"যে ব্যক্তি খালেস নিয়তে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা দেবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"–সহীহ হাদীস, বায্যার ও অন্যরা তা বর্ণনা করেছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ (স) যাকিছু নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج ـ الحشر : ٧

"রাসূল (স) তোমাদেরকে যেসব আদেশ দেন তা গ্রহণ করো এবং যাকিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ـ

"যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে নেই এমন কোনো আমল করে তা প্রত্যাখ্যাত অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়।"–মুসলিম

৪. কেউ যেন কুফর ও শিরকের মাধ্যমে নিজ আমলকে নষ্ট না করে। নবী, অলী ও মৃতদের কাছে দোআ করা সহ তাদের কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে ইবাদাতকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ـ

"দোআই হচ্ছে ইবাদাত।"–তিরমিযী,এটাকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ يونس : ١٠٦

"আল্লাহ ছাড়া যারা তোমার কোনো উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না তাদেরকে ডেকো না। তুমি যদি এরূপ করো তাহলে যালেমদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"–সূরা ইউনুস ঃ ১০৬

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ الزمر : ٦٥

"যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

–সূরা আয যুমার ঃ ৬৫

২য় প্রশ্ন ঃ নিয়তের অর্থ কি ?

উত্তর ঃ নিয়ত হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প। আর এর স্থান হচ্ছে অন্তর। তাই তা মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবায়ে কেরাম তা মুখে উচ্চারণ করেননি।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○- الملك : ١٣

"আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা প্রকাশ্যেই বলো না কেন, তিনি (আল্লাহ) অন্তরের খবর সর্বাধিক জানেন।"

–সূরা মুলক ঃ ১৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوٰى-

"নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে।"–বুখারী, মুসলিম

অর্থাৎ আমলের বিশুদ্ধতা, কবুল হওয়া এবং পূর্ণতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

৩য় প্রশ্ন ঃ 'দীন হচ্ছে অন্তরের বিষয়' লোকদের একথার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ একথা তারাই বলে যারা দীনের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। দীন বলতে আকীদা, ইবাদাত ও মুআমালাতকে বুঝায়।

১. আকীদা অর্থাৎ বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের বিষয়। যেমন ঈমান। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

"ঈমান হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, শেষ দিন এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।"–মুসলিম

২. ইবাদাত করতে হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আর নিয়ত থাকবে অন্তরে। যেমন, ইসলামের রুকনসমূহ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : عَلٰى اَن يُّعْبَدَ اللّٰهُ وَيُكَفَّرُ بِمَا دُوْنَهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ-

"ইসলামের ভিত্তি ৫টি। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তিনি ছাড়া অন্য মাবুদদেরকে অস্বীকার করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া।,আল্লাহর ঘরে হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।"–মুসলিম

অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এ সকল রোকনগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. অনেক সময় দেখা যায়, যখন আমরা কোনো মুসলমানকে নামায আদায় এবং দাঁড়ি লম্বা রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দেই, তখন সে পালানোর মনোবৃত্তি নিয়ে বলে, দীন হচ্ছে অন্তরের বিষয়।

আমরা কোনো মুসলমানের বাহ্যিক আমলের উপরই রায় দেবো। অন্তরে কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যদি ব্যক্তির অন্তর নেক হয় তাহলে তার শরীরে নামায-রোযাসহ অন্য ফরযের মাধ্যমে তা প্রকাশ পাবে এবং তার মুখে দাঁড়ি লম্বা হবে। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ -

"সাবধান ! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে যদি তা ঠিক থাকে তাহলে, সমস্ত শরীরই ঠিক থাকে, আর তা যদি নষ্ট হয়, তবে সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে অন্তর।"–বুখারী, মুসলিম

হাসান বসরী (র) বলেছেন, 'ঈমান কেবল আকাঙ্ক্ষা কিংবা ভূষণের নাম সত্যায়িত করে।'

ইমাম শাফেঈ (র) বলেছেন ঃ ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজ এবং তা বাড়ে ও কমে।

অতীতের নেক লোকদের মতে, অন্তরের বিশ্বাস, মুখের উচ্চারণ ও স্বীকৃতি এবং আমলের নাম হচ্ছে ঈমান।"–ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, আমলের মাধ্যমে ঈমানদারদের মর্যাদার তারতম্য ঘটে।

আকীদা আগে না কি শাসন ক্ষমতা আগে ?

প্রখ্যাত দাঈ মুহাম্মাদ কুতুব, মক্কার দারুল হাদীসে এ বিষয়ের উপর যে বক্তৃতা দিয়েছেন, নিম্নে তার উদ্ধৃতি পেশ করা হলো ঃ

১ম প্রশ্ন ঃ কিছু কিছু লোক বলেন, শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর ইসলাম কায়েম করা সম্ভব। আর অন্য লোকেরা বলেন, আকীদার সংশোধন ও সামষ্টিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব এ দুটো বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর বিশুদ্ধ ?

উত্তর ঃ কোথা থেকে যমীনের শাসন ক্ষমতা হাতে আসবে, যদি না দাঈরা মানুষের আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন করে, নিজেরা যথার্থ ঈমান আনে, আল্লাহর দীনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয় ও ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে ? আর সবশেষে তারা যমীনে আল্লাহর দীন অনুযায়ী শাসন কায়েম করে। এটা খুবই পরিষ্কার বিষয়, আসমান থেকে কোনো শাসক আসবে না কিংবা কোনো শাসককে চাপিয়ে দেয়া হবে না। যদিও অন্যান্য জিনিস আসমান থেকেই নাযিল হয়। কিন্তু দীনি শাসন কায়েম হবে মানুষের প্রচেষ্টায়, যা আল্লাহ মানুষের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ

"আল্লাহ যদি চান তাহলে তাদের উপর বিজয় দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কিছু লোককে অন্য কিছু লোকের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪

আমাদেরকে অবশ্যই আকীদার পরিশুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ আকীদার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে করে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হয়, যেমন করে আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষেরা ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভাব পোষণ

১ম প্রশ্ন ঃ বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভাব পোষণের তাৎপর্য কি ?

উত্তর ঃ বন্ধুত্ব হচ্ছে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাওহীদপন্থী মু'মিনদের প্রতি ভালোবাসা ও সাহায্য। পক্ষান্তরে, কাফের, মুশরিক ও বেদআতপন্থীদের মধ্যে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাওহীদপন্থী মু'মিনদের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করতে হবে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আরোগ্য লাভ, রিযিক এবং হেদায়াত প্রার্থনা করে। যে সকল তাওহীদপন্থী মু'মিন সকল কুফরী থেকে মুক্ত তাদেরকে ভালোবাসা ও সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এর বিপরীত, তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব পোষণ এবং শক্তি ও সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে অন্তর ও মুখের মাধ্যমে জিহাদ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা চালানো ওয়াজিব। বিশেষ করে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চায়, তাদের বিরুদ্ধেও শত্রুতার ভাব পোষণ করতে হবে।

১. আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘ -

"মু'মিনরা একে অপরের বন্ধু।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১

২. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

اَوْثَقُ عُرَى الْاِيْمَانِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ -

"ঈমানের সর্বাধিক মযবুত রশি হচ্ছে, আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতার ভাব পোষণ করা।"–(নাসেরুদ্দিন আলবানী একে বিভিন্ন বর্ণনা পদ্ধতির ভিত্তিতে হাসান বলেছেন)

৩. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانُ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য শত্রুতার ভাব পোষণ করে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান থেকে বিরত থাকে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হলো।"–আবু দাউদ

৪. **রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ** নিসন্দেহে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা না নবী, না শহীদ। কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে নবী এবং শহীদরাও ঈর্ষা করবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদেরকে বলুন, তারা কারা ? তিনি বলেন, তারা হচ্ছে এমন লোক যারা আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও এবং কোনো আর্থিক লেনদেন ছাড়াই অপরকে কুরআনের কারণে ভালোবাসে। আল্লাহর কসম ! তাদের মুখমণ্ডল আলোকোজ্জ্বল হবে এবং তারা নূরের উপরই থাকবে। যখন লোকেরা ভয় পাবে তখন তারা ভয় পাবে না এবং যখন লোকেরা পেরেশান হবে তখন তারা পেরেশান হবে না। তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ঃ

اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ - يونس : ٦٢

"জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুরা ভীতও হবে না এবং পেরেশানও হবে না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬২

(আবু দাউদ, জামেউল উসূলের টীকাকার একে হাসান বলেছেন)

৫. অতীতের নেক লোকদের থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষভাব পোষণ করে এবং আল্লাহর কারণেই বন্ধুতা ও শত্রুতা পোষণ করে সে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করে অলি হতে পারে। এ রকম না হলে কোনো ব্যক্তির নামায-রোযা অধিক হওয়া সত্ত্বেও সে কখনও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।

৬. তাওহীদপন্থী এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনাকারী মু'মিনদের ভালোবাসা লাভের চেষ্টা করুন যদিও লোকেরা তাদেরকে বিভিন্ন অপ্রিয় উপাধিতে ভূষিত করে। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে এবং আল্লাহ তাঁর আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন—একথা অস্বীকার করে, তাদের থেকে দূরে থাকুন। কেননা, তারা বেদআতপন্থী।

আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধু

১ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহর বন্ধু কারা ?

উত্তর ঃ তারাই আল্লাহর বন্ধু যারা মু'মিন, মুত্তাকী এবং আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসকে আঁকড়ে থাকে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ط - يونس : ٦٢_٦٣

"জেনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, আর না আছে পেরেশানী। আর তারা হচ্ছে, ঈমানদার এবং মুত্তাকী।"

—সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

إِنَّمَا وَلِيَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"নিসন্দেহে আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ ও নেক মু'মিনগণ।"

—বুখারী, মুসলিম

২য় প্রশ্ন ঃ শয়তানের বন্ধু কারা ?

উত্তর ঃ তারা হচ্ছে আল্লাহর বিরোধিতাকারী পক্ষ। তারা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করে না। তারা হচ্ছে বেদআতপন্থী ও প্রবৃত্তির পূজারী। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোআ করে। আল্লাহ যে আরশের উপর আছেন তা অস্বীকার করে, লোহা দিয়ে নিজেদের শরীরে মারে এবং আগুন গলধঃকরণ করাসহ অগ্নি পূজারী ও শয়তানের বিভিন্ন কাজ করে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۝ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ - الزخرف : ٣٦_٣٧

"আর যারা আল্লাহর যিকর হতে বিরত থাকে, আমি তাদের জন্য শয়তানকে নির্দিষ্ট করে দেই, সে-ই তার সাথী হয়ে যায়। আর নিশ্চয়ই তারা তাদেরকে সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় যদিও

তারা ধারণা করে যে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।"

—সূরা আয যুখরুফ ঃ ৩৬-৩৭

৩য় প্রশ্ন ঃ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অনুসন্ধানের কোনো মধ্যম পথ আছে কি ?

উত্তর ঃ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মানুষের গ্রহণযোগ্য কোনো মধ্যম পথ নেই। কেননা, আল্লাহ গোমরাহী ও বাতিলকেই কেবলমাত্র হকের মুকাবিলায় বিপরীত জিনিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফলে হকের পথ ছাড়া আর কোনো ভালো পথ কিংবা উত্তম সমাধান নেই। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلٰلُ ج ـ(يونس : ٣٢)

"হকের পর গোমরাহী ছাড়া আর কি থাকতে পারে।"

—সূরা ইউনুস ঃ ৩২

বড় শিরক ও তার শ্রেণী বিভাগ

১ম প্রশ্ন ঃ বড় শিরক অর্থ কি ?

উত্তর ঃ বড় শিরক হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ইবাদাত করা। যেমন দোআ করা ও যবেহ করা ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ - يونس : ١٠٦

"তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকো না। তারা তোমাদের লাভ-ক্ষতি করতে পারবে না। আর তুমি যদি তা করো তাহলে তুমি যালেম অর্থাৎ মুশরিকদের মধ্যে পরিগণিত হবে।"—সূরা ইউনুস ঃ ১০৬

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -

"সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মা-বাপের অবাধ্যচরণ করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।"—(মুসলিম)

২য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক বড় গুনাহ কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক বড় গুনাহ হলো বড় শিরক। আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহ লুকমানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ - لقمن : ١٣

"(লুকমান বলেন) হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বিরাট যুলুম।"—সূরা লুকমান ঃ ১৩

রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ গুনাহ বড় ? তিনি জবাব দেন ঃ

اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ -

"যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে কাউকে শরীক করা।"—বুখারী ও মুসলিম

৩য় প্রশ্ন ঃ এ উম্মাহর মধ্যে কি শিরক মওজুদ আছে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা মওজুদ আছে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ○- يوسف : ١٠٦

"এবং তাদের অধিকাংশ লোক শিরক সহকারে আল্লাহর উপর ঈমান আনে।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى تُعْبَدَ الْاَوْثَانُ-

"কেয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মাহর কিছুসংখ্যক গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলবে এবং প্রতিমা পূজা করবে।"

–তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ

৪র্থ প্রশ্ন ঃ মৃত ও অনুপস্থিত লোকের কাছে কিছু চাওয়া বা দোআ করার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ তাদের কাছে দোআ বা কিছু চাওয়া সবচেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ○ع- الشعراء : ٢١٣

"আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًا دَخَلَ النَّارَ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে ঐ শরীকের কাছে কিছু প্রার্থনা করে মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"–বুখারী

৫ম প্রশ্ন ঃ দোআ কি ইবাদাত ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, দোআ ইবাদাত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ

سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ○- المؤمن : ٦٠

“এবং তোমাদের রব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দোআ কবুল করবো। যারা আমার ইবাদাত করতে অহংকার করে তারা লজ্জিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”–সূরা মু'মিন ঃ ৬০
এখানে ইবাদাত অর্থ দোআ।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

“দোআই হচ্ছে ইবাদাত।”–তিরমিযী, তিনি এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ মৃতরা কি দোআ শুনে ?

উত্তর ঃ না, তারা দোআ শুনে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

১. وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ “যারা কবরে আছে, আপনি তাদেরকে শুনাতে পারবেন না।”–সূরা আলফাতের ঃ ২২

২. اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

“তারাই কেবল উত্তর দিতে পারে যারা শুনে। আল্লাহ মৃতদের জীবিত করবেন। তারপর তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে।”
–সূরা আল আনআম ঃ ৩৬

এ আয়াতে ‘মৃত’ বলতে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অন্তর মৃত। তাই আল্লাহ তাদেরকে মৃত শরীরের সাথে তুলনা করেছেন।–ইবনে কাসীর

৩. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ عَنْ اُمَّتِى السَّلَامَ ـ

“নিশ্চয়ই যমীনে আল্লাহর এমন একদল ভ্রাম্যমান ফেরেশতা রয়েছে যারা আমার উম্মাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌছায়।” –(হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন, আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন এবং আল্লামা আলবানী তাঁর ‘সহীহ আল-জামে’ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন)

৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বদরের ময়দানে নিহত মুশরিকদের লাশের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিল তা কি সত্য হিসেবে পেয়েছ? তারপর তিনি বলেন ঃ আমি এখন যা বলছি নিশ্চয়ই তারা তা শুনে।"

আয়েশা (রা)-কে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন যে, তারা এখন নিশ্চয়ই জানতে পারছে আমি তাদেরকে যা বলতাম তাই সত্য। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى - النمل : ٨٠

"আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না।"–সূরা আন নামল ঃ ৮০

–(বুখারী) কাতাদাহ এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবু তালহা (রা) থেকে একই অর্থবোধক বর্ণনায় বলেন ঃ

اَحْيَاهُمُ اللّٰهُ حَتّٰى اَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيْخًا وَّتَصْغِيْرًا وَّنِقْمَةً وَّحَسْرَةً وَّنَدَامَةً -

"আল্লাহ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ধমক, হেয়প্রতিপন্ন করা, হীনমন্য করা, শাস্তি দেয়া, অনুশোচনা করা ও লজ্জিত করার লক্ষ্যে ক্ষণিকের জন্য তাদেরকে জীবিত করেন।"

–বুখারী, কিতাবুল মাগাযী–৮ম অধ্যায়

এ হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

১. নিহত মুশরিকদের শুনার বিষয়টি সাময়িক ব্যাপার। এর প্রমাণ খোদ হাদীসের মধ্যেই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "নিশ্চয়ই তারা এখন শুনছে।" এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সময়ের পর তারা আর শুনতে পারবে না। কেননা, হাদীস বর্ণনাকারী কাতাদাহও বলেছেন ঃ আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন ধমক, শাস্তি ও লজ্জা ইত্যাদি প্রদানের জন্য।

২. আয়েশা (রা) ইবনে উমারের বর্ণনাকে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একথা বলেননি যে, 'তারা শুনে' বরং তিনি বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই তারা এখন জানে।' এর প্রমাণ হিসেবে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى "নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে কথা শুনাতে পারবেন না।"–সূরা আন নামল ঃ ৮০

৩. ইবনে উমার ও আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, আসলে মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায় না। কুরআন একথাই বলে, কিন্তু মহান আল্লাহ নিহত মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুযিজা হিসেবে তাঁর কথা শুনার জন্য জীবিত করেছেন। কাতাদার ব্যাখ্যাও তাই। তবে, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

বড় শিরকের প্রকারভেদ

১ম প্রশ্ন ঃ আমরা কি মৃত অথবা অদৃশ্যদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি ?

উত্তর ঃ না, আমরা তাদের কাছে বিপদে সাহায্য চাইতে পারি না। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই বিপদে সাহায্য চাইতে পারি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ لا اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝- النحل : ٢٠_٢١

"এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তারাতো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তারা এটাও জানে না কখন তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।"-সূরা আন নাহল ঃ ২০-২১

২. اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

"যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন।"

-সূরা আল আনফাল ঃ ৯

৩. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

"হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ! আমি তোমার রহমত ও দয়া দ্বারা বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করি।"-তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন

২য় প্রশ্ন ঃ আমরা কি জীবিতদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি ?

উত্তর ঃ হাঁ, তারা যে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করতে সক্ষম সে সকল বিষয়ে আমরা তাদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি। মূসা (আ) প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ - القصص : ١٥

"তাঁর জাতির লোকটি নিজ শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকল। মূসা তাকে একটি ঘুষি দিল আর এতেই সে নিহত হলো।"–সূরা কাসাস ঃ ১৫

৩য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কি সাহায্য চাওয়া যায় ?

উত্তর ঃ না, যে কাজ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সমাধানের শক্তি রাখে না সে কাজে অন্যের সাহায্য চাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ ـ الفاتحة : ٤

"আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"–সূরা আল ফাতিহা ঃ ৪

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

"যখন চাইবে তখন কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে।"–তিরমিযী এটাকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ আমরা কি জীবিতদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি ?

উত্তর ঃ হাঁ, তারা যে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করতে সক্ষম সে সকল বিষয়ে আমরা তাদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص ـ المائدة : ٢

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ২

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ ـ

"আল্লাহ বান্দাহকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দাহ তার অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে।"–মুসলিম

তবে রোগমুক্তি, রিযিক, হেদায়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট চাওয়া যাবে না। কেননা, জীবিতরা এগুলো পূরণ করতে অক্ষম এবং মৃতদের পক্ষে তো তা পূরণ করার প্রশ্নই উঠে না।

আল্লাহ বলেন ঃ

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ۝ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ص - الشعراء : ٧٨-٨٠

"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে হেদায়াত দেন, তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং আমি যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে সুস্থ করেন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ৭৮-৮০

৫ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য কি মানত মানা জায়েয আছে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য মানত জানা জায়েয নেই।

আল্লাহ ইমরানের স্ত্রীর যবানীতে বর্ণনা করেছেন ঃ

رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا - ال عمران : ٣٥

"হে আমার রব ! আমার পেটে যে সন্তান আছে আমি তাকে তোমার জন্য মানত করে মুক্ত করে দিলাম।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মান্নত করে সে যেন তা পূরণ করে এবং যে গুনাহর কাজের জন্য মান্নত করে সে যেন তা পূরণ না করে।"–বুখারী

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য যবেহ করা জায়েয আছে কি ?

উত্তর ঃ না, জায়েয নেই। বরং তা বড় শিরক। এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর এ বাণী فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "তোমার রবের জন্য নামায ও কুরবানী কর।"–সূরা আল কাউসার ঃ ২

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ

"সে ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে যবেহ করে।"–মুসলিম

মাযার ও দর্শনীয় স্থানে আল্লাহর নামে যবেহ করাও জায়েয নেই। কেননা, এটা মুশরিকদের কাজ।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায় বা জাতিকে অনুসরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।"–আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ

৭ম প্রশ্ন ঃ কা'বা শরীফ ছাড়া অন্য কিছুর তাওয়াফ করা কি জায়েয আছে ?

উত্তর ঃ কা'বা শরীফ ছাড়া অন্য কিছুর তাওয়াফ জায়েয নেই। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ـ الحج : ٢٩

"তারা যেন পুরাতন ঘর কা'বার তাওয়াফ করে।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে সাতবার তাওয়াফ করে দু রাকআত নামায পড়ে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করলো।"

–ইবনু মাজাহ, হাদীসটি সহীহ

৮ম প্রশ্ন ঃ যাদুর হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যাদু কবীরা গুনাহ। কোনো কোনো সময় তা কুফরীর পর্যায়ে চলে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق ـ البقرة : ١٠٢

"কিন্তু শয়তানেরাই কুফরী করেছে, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১০২

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ ـ

"তোমরা ৭টি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। তাহলো, আল্লাহর সাথে শিরক এবং যাদু করা ইত্যাদি।"–মুসলিম

কোনো কোনো সময় যাদুকর মুশরিক, কাফের কিংবা ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়। তখন তাকে খুনের বদলা খুন (কেসাস), দণ্ডবিধি কিংবা হত্যাযোগ্য

তৎপরতার জন্য হত্যা করা ওয়াজিব। তার বিশ্বাসঘাতকতা, যাদু, দীনের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি, গোলযোগ সৃষ্টি করতে আগ্রহী লোকের গোলযোগ সহজতর করা, অপরাধ ঢাকা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি, কারোর জীবন নাশ করা এবং কারোর বুদ্ধিভ্রমসহ খারাপ পরিণতির পরিমাণ মাফিক তাকে শাস্তি দিতে হবে।

৯ম প্রশ্ন ঃ আমরা কি গায়েবী জ্ঞানের দাবীদার, ভবিষ্যত বক্তা ও গণককে বিশ্বাস করবো ?

উত্তর ঃ না, আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করবো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ط ـ النمل : ٦٥

"আপনি বলে দিন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউ গায়েব জানে না।"–সূরা আন নামল ঃ ৬৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَتَى عَرَّافًا اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞানের দাবীদার ভবিষ্যত বক্তা, জোতিষী ও গণকের কাছে যায় ও তাদের কথা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করে।"–আহমাদ

১০ম প্রশ্ন ঃ কেউ কি গায়েব জানে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ ط ـ الانعام : ٥٩

"এবং তাঁর কাছেই গায়েবের চাবিকাঠি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَيَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ

"আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।"–তাবরানী

১১শ প্রশ্ন ঃ ইসলাম বিরোধী আইন অনুযায়ী কাজ করার হুকুম কি ?

উত্তর : ইসলাম বিরোধী আইন অনুযায়ী কাজ করা ও তা চালু করা কুফরী, যদি কেউ তা জায়েয বা উপযুক্ত বলে বিশ্বাস করে কিংবা ইসলামী আইনকে অনুপযুক্ত মনে করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ المائدة : ٤٤

"এবং যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী আমল করে না তারাই কাফের।"–সূরা আল মায়েদা : ৪৪

- রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন :

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

"যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নেতা ও শাসকেরা আল্লাহ্র কুরআন অনুযায়ী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা না করবে এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাকে প্রাধান্য না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেবেন।"–হাদীসটি হাসান, ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ

১২শ প্রশ্ন : নাস্তিকতা কি এবং নাস্তিকের ব্যাপারে হুকুম কি ?

উত্তর : নাস্তিকতা বলতে বুঝায়, সত্য বিমুখ হওয়া এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিকৃত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া। আল্লাহ্র সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত এবং আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত ব্যক্তিকে নাস্তিক বলা হয়, যে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও সন্দেহ্ পরায়ণতার শিকার। এর মধ্যে তারাও শামিল আছে যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করে তাকে উপাস্য বানিয়ে তার ইবাদাত করে, দোআ করে, ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্র আইন ও শরীআত বিরোধী আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি তার নিজের ভ্রান্ত বুদ্ধি ও খেয়াল-খুশীমত কুরআন হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে, সে আল্লাহ্র নাম, গুণাবলী, কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে কুফরী ও নাস্তিকতা প্রদর্শন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ الاعراف : ١٨٠

“আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ ; তোমরা তাঁকে ঐ সকল নামে ডাকো। যারা তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে কুফরী করে তোমরা তাদেরকে ত্যাগ করো। তাদেরকে শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে।”–সূরা আল আরাফ ঃ ১৮০

হযরত কাতাদাহ (র) বলেছেন, ‘এলহাদ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নামের সাথে শিরক করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ‘এলহাদ’ অর্থ অস্বীকার করা।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ط - حم السجدة : ٤٠

“নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারা আমার কাছ থেকে গোপনীয় নয়।”–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪০

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ ‘এলহাদ’ হচ্ছে কোনো কথাকে স্বস্থানে না রেখে ভিন্ন জায়গায় রাখা। কাতাদাহ সহ অন্যরা বলেছেন ঃ ‘এলহাদ’ হচ্ছে কুফরী ও নাস্তিকতা।–(তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, ১-২ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মনে করে দীন ইসলামের জন্য ইসলামী আইন অনুযায়ী কাজ করা জরুরী নয়, বরং এজন্য তার বিভ্রান্ত জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে আইন তৈরি করতে হবে, তাহলে সে ব্যক্তি নিজ জ্ঞান-বুদ্ধিকে দীন ইসলামের সমতুল্য জ্ঞান করার কারণে নাস্তিক হবে।

কুফর ও নাস্তিকতা অনুযায়ী কাফের ও নাস্তিকের হুকুম বিভিন্ন। যেমনঃ

১. যে কাফের আল্লাহর অস্তিত্ব কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর কোনো অংশকে অস্বীকার করে সে সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত।

২. যে কাফের আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ডাকে, তাদের কাছে দোআ করে এবং মৃতদের কাছে সাহায্য কামনা করে সে আমল ধ্বংসকারী শিরকের মধ্যে লিপ্ত।

৩. যে কাফের কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর বিকৃত ব্যাখ্যা করে সে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।

হে আল্লাহ ! আমরা সকল প্রকার কুফরী ও নাস্তিকতা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই।

১৩শ প্রশ্ন ঃ শয়তান যখন ওয়াস ওয়াসা দেয় এবং বলে, "আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ?"

উত্তর ঃ শয়তান যদি আপনাদের কাউকে এ প্রশ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে ওয়াস ওয়াসা দেয় তখন তিনি যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○

"শয়তান যখন তোমাকে কুমন্ত্রণা দেয় তখন তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক শ্রোতা ও জ্ঞানী।"
–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৬

রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য বলেছেন এবং নিম্নের দোআ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

"আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম, আল্লাহ এক, তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারোর সন্তান নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

তারপর বা দিকে তিনবার থুথু ফেলবে, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে এবং ঐ ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে থাকবে। তাতে করে শয়তানের ওয়াসওয়াসা চলে যাবে।–(এটি হচ্ছে বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের সারাংশ)

এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ সকলের স্রষ্টা। তিনি এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী ছাড়া সকল কিছু সৃষ্টি। এটা বুঝার জন্য আমরা উদাহরণ হিসেবে বলবো যে, দু এর আগে এক আছে এবং একের আগে কিছু নেই। সুতরাং আল্লাহও এক এবং তাঁর আগে কেউ নেই।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلاَ شَيْءَ قَبْلَكَ

"হে আল্লাহ ! তুমিই প্রথম, তোমার আগে কিছুই নেই।"–মুসলিম

১৪শ প্রশ্ন ঃ ইসলাম পূর্ব মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাস কি ছিল ?

উত্তর ঃ তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য অলীদেরকে ডাকতো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশের আহ্বান জানাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

১. وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ م مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط - الزمر : ٣

"আর যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে অলী (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা এজন্য তাদের ইবাদাত করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেয়।"–সূরা আয যুমার ঃ ৩

২. আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَيَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلآَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط - يونس : ١٨

"তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর পূজা করে যা তাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা তো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৮

কিছু কিছু মুসলমান মুশরিকদের অনুকরণে অনুরূপ করে থাকে।

১৫শ প্রশ্ন ঃ ভয় কি এবং তা কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ ভয় হচ্ছে মনের এক ধরনের কাপুরুষোচিত ভাব। তা দু প্রকার ১. আকীদা-বিশ্বাসগত ভয় এবং ২. স্বাভাবিক ভয়।

১. আকীদা-বিশ্বাসগত ভয়। যেমন মৃতদের কাছ থেকে ক্ষতির ভয় করা। এটা বড় শিরক এবং শয়তানের কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ ص فَلاَ تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ - ال عمارن : ١٧٥

"নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় প্রদর্শন করে। তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে মু'মিন হও তাহলে তাদেরকে নয়, আমাকে ভয় কর।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৫

অর্থাৎ তাদের বন্ধুরা তোমাদেরকে ভয় দেখায় এবং এ ধারণা দেয় যে, মৃতরা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং শক্তিধর। যদি শয়তান তোমাদেরকে এরূপ কুমন্ত্রণা দেয় তাহলে তোমরা একমাত্র আমার উপরই ভরসা করবে এবং আমার কাছেই আশ্রয় চাইবে। নিসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়দানকারী।–তাফসীরে ইবনে কাসীর

মৃতদেরকে ভয় করা মুশরিকদের কাজ ও বিশ্বাস।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط ـ الزمر : ٣٦

"আল্লাহ কি তার বান্দাহর জন্য যথেষ্ট নয় ? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়।"–সূরা আয যুমার ঃ ৩৬

অর্থাৎ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঐ সমস্ত মূর্তি ও দেবতার ভয় দেখায়, যারা মৃত এবং যাদেরকে তারা অজ্ঞতা গোমরাহীর কারণে ডাকে।–ইবনে কাসীর

আদ জাতি হযরত হুদ (আ)–কে বলেছিল ঃ

اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ط ـ هود : ٥٤

"আমাদের এটা ছাড়া আর বলার কিছু নেই যে, আমাদের কোনো দেবতা তোমার উপর শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে।"–সূরা হুদ ঃ ৫৪

কাফেররা বলতো, তাদের মাবুদের পূজা নিষেধ করায় এবং সেগুলোর দোষ-ত্রুটি বলার কারণে কোনো উপাস্য দেবতা তোমাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে এবং তোমার বিবেককে বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে।

এর উত্তরে হযরত হুদ (আ) বলেছেন ঃ

قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَتُنْظِرُوْنِ ○ ـ هود : ٥٤ ـ ٥٥

"তিনি বলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা কর আমি তা থেকে মুক্ত। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক এবং আমাকে কিছুমাত্র অবকাশ দিও না।"–[(সূরা হুদ ঃ ৫৪-৫৫) তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আমার মতে উপরোক্ত আয়াত একথার প্রমাণ যে, মৃতদের ভয়ের আশংকা করা শিরক। কিছু মুসলমান এ শিরকের শিকার। তারা মৃতদেরকে ভয় করে। যদিও মৃতরা নিজেদের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে অপারগ। ফলে তাদের পক্ষে অন্যের ক্ষতি করার প্রশ্নই উঠে না। মৃত ব্যক্তির দেহে আগুন লাগলে তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। তখন তাকে আগুনে জ্বলতে হয়।

২. স্বাভাবিক ভয়ঃ যেমন কোনো যালেম ও হিংস্র পশুর ভয় ইত্যাদি। এবং এটা শিরক নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى○ـ طه : ٦٧

"(যাদুকরদের যাদু দেখে) মূসা কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো।"
–সূরা ত্ব-হা ঃ ৬৭

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ○ ـ الشعراء : ١٤

"আমার উপর তাদের একটি অপরাধ দণ্ড আছে, সুতরাং আমার ভয় হয় যে তারা আমাকে হত্যা করতে পারে।"–সূরা শোআরা ঃ ১৪

আল্লাহর সাথে শিরক না করা

১ম প্রশ্ন ঃ আমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকবো ?

উত্তর ঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই কেবল শিরক থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

১. আল্লাহর কার্যক্রমে শিরক করা। যেমন এ ধরনের বিশ্বাস করা যে, এরূপ কুতুব আছে যারা জগত পরিচালনা করে। অথচ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ করেছেন মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করার জন্য যে,

وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ج - يونس : ٣١

"কে কাজ পরিচালনা করে ? তারা উত্তরে বলে ঃ আল্লাহ।"
–সূরা ইউনুস ঃ ৩১

২. ইবাদাতে শিরক যেমন, নবী ও অলীদের কাছে দোআ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا _ الجن : ٢٠

"আপনি বলুন, আমি কেবলমাত্র আমার রবের কাছেই প্রার্থনা করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।"–সূরা জ্বিন ঃ ২০

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ _

"দোআই হচ্ছে ইবাদাত।"–তিরমিযী এটাকে হাসান–সহীহ হাদীস বলেছেন।

৩. আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক করা। একথা বিশ্বাস করা যে নবী-রাসূলরা গায়েব জানেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط - النمل : ٦٥

"আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনে অন্য কেউ গায়েব জানে না।"–সূরা আন নামল ঃ ৬৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

لَايَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না।"-(তাবরানী এটাকে হাসান বলেছেন)

৪. উপমায় শিরক করা : যেমন এরূপ বলা যে, আমি যখন আল্লাহকে ডাকি তখন কোনো মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন আছে, যেমন করে কোনো শাসকের কাছে যেতে হলেও অনুরূপ মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়। এর ফলে সে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে উপমার মাধ্যমে শির্ক করল। আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج ـ الشورى : ١١

"তার সমতুল্য কেউ নেই।"-সূরা আশ শুরা : ১১

২য় প্রশ্ন : জাহেলী যুগের শিরক কি এখনও আছে ?

উত্তর : জাহেলী যুগের প্রচলিত শিরক বর্তমানেও বিদ্যমান আছে।

১. সাবেক মুশরিকরা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহই স্রষ্টা এবং রিযিকদাতা। তা সত্ত্বেও তারা অলীদের মূর্তি তৈরি করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সেগুলোর কাছে প্রার্থনা করতো। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে এ মধ্যস্থতাকারী দেবতাদের অপসন্দ করে তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ م مَانَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ـ الزمر : ٣

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অলী বানিয়ে বলে : আমরা এজন্য তাদের পূজা করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেছে সেসব বিষয়ে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের বিচার করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও কাফেরদের হেদায়াত করেন না।"-সূরা আয যুমার : ৩

আল্লাহ অত্যধিক শ্রোতা ও অতি কাছে। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে কোনো সৃষ্টির মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ বলেন :

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط - البقرة : ١٨٦

"আর যখন বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন আপনি বলুন যে, নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে আছি।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬

আজকাল বহু মুসলমানকে দেখতে পাবেন, যারা অলীদের কবরে গিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাদেরকে ডাকে। মুশরিকদের দৃষ্টিতে, মূর্তিরা মৃত অলীর আকৃতিতে বিরাজ করে। জাহেল-অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে, কবর মৃত অলীদের প্রতিনিধি। জেনে রাখা দরকার যে, কবরের ফেতনা মূর্তি পূজার চেয়েও মারাত্মক।

২. পূর্বের মুশরিকরা বিপদ-আপদের সময় কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করতো এবং সুখের সময় তাঁর সাথে অন্য কিছুতে শরীক করতো। আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَاهُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝ - العنكبوت : ٦٥

"অতপর তারা যখন নৌকায় আরোহণ করতো তখন (বিপদে পড়লে) এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ডাকতো। তারপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে কিনারে পৌঁছিয়ে দিতেন, তখনই তারা শিরক করতো।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬৫

তাহলে একজন মুসলমানের জন্য বিপদ অথবা সুখের সময় কি করে আল্লাহকে ডাকা জায়েয হতে পারে ?

বড় শিরকের ক্ষতি

১ম প্রশ্ন ঃ বড় শিরকের ক্ষতি কি ?

উত্তর ঃ বড় শিরক চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○ - المائدة : ٧٢

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৭২

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَنْ لَقِيَ اللّٰهَ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ -

"যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"–মুসলিম

২য় প্রশ্ন ঃ শিরকের সাথে নেক আমল কি উপকারে আসবে ?

উত্তর ঃ শিরকের সাথে নেক আমল উপকারে আসে না। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ - الانعام : ٨٩

"আর তারা যদি শিরক করে তাহলে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৮৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ مَعِىْ فِيْهِ غَيْرِىْ تَرَكْتُهٗ وَشِرْكَهٗ -

"আমি শিরককারীদের সকল শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি আমল করার সময় তাতে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করে আমি তাকে এবং তার শরীককে ত্যাগ করি।"–হাদীসে কুদসী-মুসলিম

ছোট শিরক ও তার প্রকারভেদ

১ম প্রশ্ন ঃ ছোট শিরক কি ?

উত্তর ঃ ছোট শিরক কবীরা গুনাহ। ছোট শিরককারী ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। ছোট শিরক বিভিন্ন প্রকার। এর মধ্যে লোক দেখানো আমল অন্যতম। আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا

"যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।"
—সূরা আল কাহফ ঃ ১১০

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ : اَلرِّيَاءُ

"আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরক তথা লোক দেখানো আমলের বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা ও ভয় করি।"—আহমাদ

হাদীসে বর্ণিত 'রিয়া' শব্দের অর্থ হলো, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা।

কোনো ব্যক্তির নিম্নোক্ত কথাও ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত ঃ

'আল্লাহ ও অমুক ব্যক্তি যদি না হতো' 'আল্লাহ আর আপনি যা চেয়েছেন' অথবা 'কুকুর না থাকলে আমাদের ঘরে চোর আসতো' ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَتَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ، وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا : مَا شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ -

"তোমরা এরূপ বলো না যে, 'আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন' বরং এরূপ বলো ঃ 'আল্লাহ যা চেয়েছেন, তারপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন'।"—আহমাদ, হাদীসটি সহীহ

২য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কারোর নামে শপথ করা যায় ?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে শপথ করা যায় না।

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ـ (التغابن : ٧)

"আপনি বলুন, হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ৭

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে শপথ করে সে শিরক করে।"–আহমাদ

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ

"কেউ শপথ করলে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে কিংবা চুপ থাকে।"–বুখারী ও মুসলিম

কখনও নবী এবং অলীদের নামে শপথ করলে তা বড় শিরকে পরিণত হয়। যখন শপথকারী বিশ্বাস করবে যে, অলী ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। সে জন্য সে তার নামে মিথ্যা শপথ করতে ভয় পায়।

৩য় প্রশ্ন ঃ আমরা কি রোগমুক্তির জন্য তাগা ও বালা পরতে পারবো ?

উত্তর ঃ না, আমরা তা পরতে পারবো না। কেননা–

১. আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗٓ اِلاَّ هُوَ ط ـ الانعام : ١٧

"আর আল্লাহ যদি তোমার ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে ক্ষতিমুক্ত করতে পারবে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৭

২. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে জ্বর থেকে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে হাতে তাগা পরতে দেখলেন। তিনি তাগাটি কেটে দেন এবং এ আয়াতটি পড়েন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُ هُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ○ ـ يوسف : ١٠٦

"তাদের মধ্যে যত লোক ঈমান আনে তাদের অধিকাংশই শিরক করে।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬

(ইবনু হাতেম থেকে এটি বর্ণিত। তিনি এটাকে সহীহ্ বলেছেন)

৪র্থ প্রশ্ন ঃ আমরা কি বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ ও কড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি ?

উত্তর ঃ না, আমরা কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারি না। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗ اِلاَّ هُوَ ط - الانعام : ١٧

"আর আল্লাহ্ যদি তোমার ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে ক্ষতিমুক্ত করতে পারবে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৭

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ -

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় সে শিরক করে।"–আহমাদ

হাদীসে 'তামীমাহ' বলতে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে তাবিজ কিংবা কড়ি ঝুলানোকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ اَتَمَّ اللّٰهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللّٰهُ -

"যে ব্যক্তি তাবিজ বাঁধে আল্লাহ্ পাক তার ইচ্ছা পূরণ না করুন। আর যে ব্যক্তি শামুক-ঝিনুক ও কড়ি বাঁধে তাকে শান্তি দান না করুন।"–আহমাদ

ওসিলা গ্রহণ ও সুপারিশ প্রার্থনা করা

১ম প্রশ্ন ঃ আমরা আল্লাহর কাছে কি ওসিলা ধরবো ?

উত্তর ঃ ওসিলা দু প্রকার। জায়েয ও নাজায়েয ওসিলা।

১. জায়েয ও কাংখিত ওসিলা ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং নেক আমলের ওসিলাসহ নেক লোকের কাছে দোআ চাওয়ার মাধ্যমে ওসিলা ধরা। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص - الاعراف : ١٨٠

"আর আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামসমূহ, তোমরা সেগুলোর ওসিলায় তাঁর কাছে দোআ কর।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮০

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ - المائدة : ٣٥

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলো এবং তাঁর ওসিলা গ্রহণ করো।"-সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৫

এখানে 'ওসিলা গ্রহণ করো' বলতে বুঝায়, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করো এবং তাঁর পসন্দনীয় আমল করো।"–(ইবনে কাসীর কাতাদাহ থেকে এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ

"আমি তোমার কাছে তোমার প্রত্যেকটি নাম যা দিয়ে তুমি তোমার নামকরণ করেছো তার ওসিলায় প্রার্থনা করি।"–আহমাদ

যে সাহাবী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি তাঁকে বলেছিলেন ঃ

اَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُوْدِ -

"বেশী বেশী সাজদাহ দ্বারা তোমার কল্যাণের স্বার্থে আমাকে সাহায্য করো।"–মুসলিম

এখানে বেশী সাজদাহ দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে। আর নামায হলো, নেক আমল।

জীবিত নেক লোকদের কাছে দোআ চাওয়ার প্রমাণ হলো, একজন বেদুঈন যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বৃষ্টির জন্য দোআ চাইলো, তখন তিনি নিম্নোক্ত দোআ করেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا "হে আল্লাহ ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করুন।"–বুখারী ও মুসলিম

অনুরূপভাবে গুহাবাসীরা নিজেদের নেক আমলের ওসিলায় সাহায্য চেয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাদের বিপদ দূর করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর রাসূলের ভালোবাসা এবং অলীদের প্রতি ভালোবাসাকেও ওসিলা বানানো যায়। কেননা তাদের প্রতি ভালোবাসা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন এরূপ বলা যে, 'হে আল্লাহ ! আপনার, আপনার রাসূল ও আপনার বন্ধুদের ভালোবাসার ওসিলায় আমাদেরকে সাহায্য করুন। আর আপনার রাসূল ও বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসার ওসিলায় আমাদেরকে আরোগ্য দান করুন।'

২. নিষিদ্ধ ওসিলা ঃ মৃতদের কাছে দোআ করা এবং তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা। বর্তমান যুগে এ জাতীয় প্রচলন দেখা যাপয় এবং এটা বড় শিরক। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ - يونس : ١٠٦

"তুমি আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে দোআ করবে না, যারা না তোমার উপকার করতে পারে আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।"–সূরা ইউনুস ঃ ১০৬

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মান ও মর্যাদার ওসিলা দিয়ে দোআ করা বেদআত। যেমন একথা বলা, হে আমার রব ! মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মান ও মর্যাদার ওসিলায় আমাকে রোগ মুক্ত করো। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এরূপ করেননি। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা) আব্বাস (রা)-এর জীবদ্দশায় তাঁকে দিয়ে দোআ করিয়েছেন এবং তাঁকে ওসিলা বানিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে ওসিলা বানিয়ে দোআ করেননি। এ জাতীয় ওসিলা কখনও শিরক পর্যন্ত পৌঁছায়। কেননা, কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের কোনো শাসকের মতো মানুষেরও মধ্যস্থতার মুখাপেক্ষী, তাহলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা করা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন ঃ 'আমি আল্লাহর কাছে অন্য কারোর ওসিলা দিয়ে প্রার্থনা করা অপসন্দ করি।' অতীতের বুযর্গদের কাছে মাকরূহ (অপসন্দ) বলতে মাকরূহ তাহরীমি বুঝায়।–আদ দুররুল মুখতার

২য় প্রশ্ন ঃ দোআ কি কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে করার দরকার আছে ?

উত্তর ঃ দোআয় কোনো সৃষ্টির মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط-(البقرة : ١٨٦)

"আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার (অবস্থান) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলুন) আমি নিশ্চয়ই নিকটে অবস্থান করি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ-

"তোমরা নিকটবর্তী সর্বাধিক শ্রোতার কাছেই দোআ করে থাকো এবং তিনি তোমাদের সাথে আছেন।"–মুসলিম

এখানে সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে, তাঁর জ্ঞান দ্বারা তিনি সবকিছু অবগত।

৩য় প্রশ্ন ঃ জীবিতদের কাছে কি দোআ চাওয়া জায়েয আছে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জীবিতদের কাছে আল্লাহর নিকট দোআ করার আবেদন করা যেতে পারে। তবে মৃতের কাছে দোআ প্রার্থনা করা যায় না। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জীবদ্দশায় আদেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط- محمد : ١٩

"আপনি নিজের গুনাহ এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বলেন, আপনি দোআ করুন আল্লাহ যেন আমাকে রোগমুক্ত করে দেন। তিনি বলেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার জন্য দোআ করবো। কিন্তু যদি সবর করতে পারো তাহলে তাই তোমার জন্য উত্তম।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রাসূলের মাধ্যম বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যম বলতে বুঝায় তাবলীগ বা প্রচার করা। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط - المائدة : ٦٧

"হে রাসূল ! আপনি আপনার কাছে রবের প্রেরিত জিনিসের প্রচার করুন।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৭

সাহাবায়ে কেরাম সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আপনি আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন'। তখন তাঁদের ঐ কথার জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহকে সাক্ষী করে বলেছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ "হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো।"–মুসলিম

৫ম প্রশ্ন ঃ আমরা কার কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুপারিশ কামনা করবো ?

উত্তর ঃ আমরা আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুপারিশ নসীব হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবো। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط - الزمر : ٤٤

"আপনি বলুন, সকল সুপারিশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।"
–সূরা আয যুমার ঃ ৪৪

রাসূলুল্লাহ (স) একজন সাহাবীকে নিম্নোক্ত দোআ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ

"হে আল্লাহ ! রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমার বিষয়ে সুপারিশকারী বানিয়ে দাও।"–তিরমিযী, তিনি এটাকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنِّىْ خَبَّأْتُ دَعْوَتِى - شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا -

"আমি আমার দোআকে কেয়ামতের দিন ঐ সকল লোকের সুপারিশের উদ্দেশ্যে গোপন রেখেছি যারা শিরক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে এবং তারা আমার সুপারিশ পাবে।"–মুসলিম

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ আমরা কি জীবিতদের কাছে সুপারিশ চাইতে পারি ?

উত্তর ঃ আমরা দুনিয়াবী বিষয়ে জীবিতদের কাছে সুপারিশ চাইতে পারি।

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ط ـ النساء : ٨٥

"যে ব্যক্তি নেক কাজের সুপারিশ করবে তার জন্য এর একটা অংশ থাকবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করবে তাকে এর একটা অংশ বা বোঝা বহন করতে হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا "তোমরা সুপারিশ করো, প্রতিদান পাবে।"–(আবু দাউদ)

৭ম প্রশ্ন ঃ আমরা কি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন করতে পারি ?

উত্তর ঃ না, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন করতে পারি না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج

"আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। আমার নিকট অহী আসে মাত্র। নিসন্দেহে তোমাদের মাবুদ এক।"–সূরা আল কাহফ ঃ ১১০

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَاتُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"তোমরা আমার প্রশংসায় ঈসা বিন মারইয়ামের প্রতি খৃস্টানদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। আমি আল্লাহর একজন বান্দাহ। তোমরা বলো ঃ (আমি) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"–বুখারী

"এতরা শব্দের অর্থ হচ্ছে, প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা।"

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য

১ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য কি?

উত্তর ঃ ১. আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনবো এবং একমাত্র তাঁর ইবাদাত, নাম, গুণাবলী ও আইনের অনুসরণ করবো।

২. আমরা কুরআনে তাঁর বাণীর উপর আমল করবো, তিনি যা হালাল করেছেন তাকে হালাল এবং যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করবো।

৩. আমরা কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অনুযায়ী শাসন করবো এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দেবো। ইসলাম বিরোধী আইন ও নীতিমালা বাতিল, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

৪. আমরা তাওহীদ ও তাওহীদপন্থীদেরকে ভালোবাসবো এবং শিরক ও শিরকপন্থীদেরকে ঘৃণা করবো।

৫. আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো এবং গোনাহের কাজ ছাড়া ভাল কাজে মুসলিম পরিচালক ও নেতাদের আদেশের আনুগত্য করবো।

৬. আমরা আমাদের জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও সাধারণ মানুষের তুলনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবো।

৭. আমরা বিশ্বাস করবো যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তিনি যা বলেছেন, তা বিশ্বাস করবো এবং তা মেনে চলবো। তিনি যা নিষেধ করেছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন তা ছেড়ে দেবো এবং কেবলমাত্র নিরংকুশভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবো।

৮. আমরা সহীহ ও বিশুদ্ধ এবং প্রমাণিত হাদীস খোঁজ করবো এবং দুর্বল ও যাল হাদীস থেকে দূরে থাকবো। তবে সাবধানকারী দুর্বল হাদীসগুলো এর ব্যতিক্রম হবে।

৯. আমরা জান-মাল ও মুখ দিয়ে তাঁর আনীত দীন ও সুন্নাহর প্রতিরক্ষা করবো। তাঁর হাদীস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা। এর মুখাপেক্ষী না হয়ে উপায় নেই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

"আমরা আপনার প্রতি 'যিকর' (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি লোকদেরকে তাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারেন ; সম্ভবত তারা চিন্তা করবে।"–সূরা আন নাহল ঃ ৪৪

১০. আমরা তাঁর চরিত্র গ্রহণ করবো এবং তিনি যে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন আমরাও তার দাওয়াত দেবো। আর তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর কাছে দোআ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কাছে দোআর বিরুদ্ধে সতর্ক করা, যদিও তারা নবী কিংবা অলী হন না কেন। কেননা, তা হচ্ছে, আমল বাতিলকারী শিরক।

হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসা ও আনুগত্যের তাওফীক দিন এবং তাঁর সাথে আমাদেরকে হাশরের মাঠে একত্র করুন।

প্রসারিত বিপজ্জনক চিন্তাধারা

১ম প্রশ্ন ঃ শাসন ক্ষমতা জনগণের এবং সম্পদও জনগণের–এটা কি ঠিক ?

উত্তর ঃ এগুলো হচ্ছে, নতুন আবিষ্কৃত শ্লোগান। এ শ্লোগান সেসব মিথ্যাবাদীদের আবিষ্কার যারা নিজেদের জীবনেই এর প্রতিফলন ঘটায় না। প্রতিফলন ঘটালে জাতির পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করতো। এমনকি তারা তাদের একটি চিন্তার উপরেও নিজেরা আমল করেনি। আসলে তা হচ্ছে, ধোঁকাবাজীর গুণগুণ রব যার লক্ষ্য হচ্ছে জাতিকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করা। এর মাধ্যমে তারা প্রথমত ক্ষমতা লাভের বাসনা পূরণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভ্রান্ত ও দিকহারা জনতাকে প্রতারিত করে।

সত্য কথা হচ্ছে, মানবজাতির মর্যাদা, ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী। যাতে করে তাদেরকে পশুর মতো হাঁকিয়ে না নেয়া হয়। তখন ঐ সকল বুলি আওড়ানোর দরকার হবে না। শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। জাতিকে তাঁর ওহীর নির্দেশের আলোকে পরিচালনা করা এবং তাঁর শরীআত ও আইন দ্বারা তাদের বিচার-ফায়সালা করা ফরয। একথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, শাসন ব্যবস্থার অধিকার হচ্ছে জাতির। যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীমতো জাতিকে দিক নির্দেশ না দেবে সে হচ্ছে বস্তুবাদ ও প্রতিমা পূজার নীতিমালার অনুসারী, যা ইসলাম বিরোধী। তারা বলপূর্বক ও ভ্রান্ত শ্লোগানের ভিত্তিতে জাতির ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ জনগণের কল্যাণ, মুসলমানের সামরিক ঘাঁটি এবং সবকিছুর ঊর্ধে উঠে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্র তাদের সকল সমস্যার প্রতিকারে ব্যয় হবে। এছাড়াও আল্লাহর দীনের দাওয়াত মুসলমানদের উপর মিথ্যুক ও আগ্রাসনকারীদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, অভাবীদের অভাব পূরণ করা এবং যখন যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে তা ব্যয় করতে হবে। এভাবে আল্লাহর সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। স্বার্থপর লোকেরা যেন সম্পদ লুটপাট না করে এবং সম্পদের অপচয়, অসদ্ব্যবহার, অন্যায় ও অশ্লীল কাজ, মন্দ ও গুনাহর কাজ এবং কুরুচিপূর্ণ নাটক, ফিল্ম ও বেহায়াপনায় ব্যয় করা যাবে না।

একথা মোটেই বলা যাবে না যে, 'সম্পদের মালিক জাতি'। (অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানা নেই) কেননা, একথা মেনে নিলে গুটিকতক শাসক শ্রেণী

সম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে। এর বিরাট অংশ তাদের ক্ষমতার হেফাজতে ব্যয় করবে। গোয়েন্দাগিরিতে লাগাবে, মানুষের মাথা কিনবে এবং এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষতিকর কাজ করবে। (এ প্রশ্নোত্তর শেখ দোসারীর লেখা 'আল-আজয়েবাতুল মুফিদাহ' বই থেকে উদ্ধৃত)

২য় প্রশ্ন ঃ কম্যুনিজমের ভিত্তিগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ কম্যুনিজমের ভিত্তি অনেক। মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে–

১. আল্লাহর অস্তিত্ব, দীন-ধর্ম ও নবী-রাসূলদেরকে অস্বীকার করা। তাদের শ্লোগান হলো, স্রষ্টা বা মাবুদ বলে কিছু নেই, আর জীবন হচ্ছে জড় পদার্থ।

২. মূল্যবোধ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভালো গুণাবলী ধ্বংস করা।

৩. ধনী ও গরীবের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

৪. ব্যক্তি মালিকানা খতম করে তা রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন করা। এটা মানুষের স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত বিষয়।

৩য় প্রশ্ন ঃ ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কম্যুনিজমের উপায়-উপকরণ কি ?

উত্তর ঃ এর উপায়-উপকরণ অনেক। যেমন–

১. কম্যুনিজমের প্রবক্তারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের ব্যাপারে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে। তারা যে সমাজে কাজ করে সে সমাজের নিয়ম-প্রথা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করে।

২. তারা মুসলিম মহিলাদের সাথে পর পুরুষের মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য মহিলাদেরকে ব্যবহার করে।

৩. তারা কম্যুনিজমের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য বয়স্ক লোকদেরকে ব্যবহার করে। কেননা, সমাজে তাদের মর্যাদা বিদ্যমান এবং লোকদের অন্তরে তাদের জন্য শ্রদ্ধার আসন রয়েছে।

৪. কম্যুনিজমের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য তারা ডাক্তারদেরকে রোগীদের মধ্যে কাজ করার জন্য নিয়োজিত করে। এর মাধ্যমে তারা রোগীর অক্ষমতা, দুর্বলতা এবং ওষুধের প্রয়োজনীয়তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

৫. উপর মহল হতে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে জাতির ঘাড়ে চেপে বসা, তারপর জাতির মধ্যে কম্যুনিজম প্রচার করা।

অবশ্য সম্প্রতি কম্যুনিজম ধসে পড়েছে।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ কাফের রাষ্ট্রসমূহ কি ইসলামের শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ ?

উত্তর ঃ একথা সবার জানা যে, যদিও ইসলামের ব্যাপারে কাফের দেশসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন, কিন্তু তারা ইসলামের শত্রুতার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ। শত্রুতার পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে শত্রুতার তারতম্য ঘটে। কুম্যনিষ্টরা মুসলিম নির্যাতন ও ইসলামকে ধ্বংস করার মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলামের শত্রুতা করে। ক্রুশবাদী খৃস্টানরা ইসলামকে ধ্বংসকারী মতবাদের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে এবং খৃস্টান মিশনারী আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করে। আমরা সে ইহুদীবাদের কথা ভুলতে পারি না যা সকলের পেছনে লেগে আছে এবং চরিত্র ও মূল্যবোধ ধ্বংসকারী সকল ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার পেছনে কাজ করছে। যেমন ফ্রি ম্যাসন, বিশ্ব যায়নবাদী আন্দোলন এবং বাবিয়া আন্দোলন ইত্যাদি।

৫ম প্রশ্ন ঃ খৃস্টান মিশনারী আন্দোলন কি, এর ক্ষতি ও তা প্রতিরোধের উপায় কি ?

উত্তর ঃ খৃস্টান মিশনারী আন্দোলন বলতে বুঝায় এমন ধ্বংসাত্মক মতবাদ যা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর অন্যতম মূলনীতি হলো, ইসলামের বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং খৃস্টান হওয়ার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করা। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর সন্তান, সকল ক্ষেত্রে বিষবাষ্প ছড়ানো এবং দরিদ্র ও রুগ্ন জাতিসমূহের অবস্থার সদ্ব্যবহার করা।

এর প্রতিরোধের উপায় হলো ঃ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহকে মযবুত করে আঁকড়ে ধরা, মুসলিম জামাআতের সাথে মযবুতভাবে জড়িত থাকা, ইসলামী শিক্ষাগ্রহণ করা, খৃস্টানদের বিকৃত ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং ধনীদের উচিত গরীবদেরকে নিজ সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ ইসলামে কি বিভিন্ন তরীকতপন্থী পীরবাদ কিংবা বহু দল গঠনের সুযোগ আছে ?

উত্তর ঃ ১. না, ইসলামে বিভিন্ন তরীকতপন্থী সুফীবাদ বা পীরবাদ এবং বহু দল গঠনের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ز وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○ - الانبياء : ٩٢

"নিশ্চয়ই তোমাদের এ উম্মাহ্ একই শ্রেণীভুক্ত উম্মাহ্। আর আমি তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক। তাই একমাত্র আমারই ইবাদাত করো।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯২

২. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

"তোমরা আল্লাহর রশিকে মযবুত করে আঁকড়ে ধর এবং তাতে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○ ـ الروم : ٣١ـ٣٢

"তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা দীনকে টুকরা টুকরা করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের প্রত্যেকটি দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে খুশী।"–সূরা আর রূম ঃ ৩১-৩২

৪. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 'বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে একটা রেখা টানেন। তারপর বলেন, এটা আল্লাহর সরল রাস্তা। তারপর তাঁর ডানে ও বামে আরো কয়েকটি রেখা টানেন এবং বলেন ঃ এগুলো হচ্ছে ভিন্ন রাস্তা। এর মধ্যে এমন কোনো রাস্তা নেই যেখানে শয়তান বসে নিজের দিকে ডাকছে না। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ـ الانعام : ١٥٤

"নিশ্চয়ই এটা আমার সহজ-সরল রাস্তা, তা অনুসরণ করো এবং ভিন্ন রাস্তাগুলো অনুসরণ করো না। তাহলে তারা তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা হতে আলাদা করে ফেলবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫৪

'আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম একে সহীহ হাদীস বলেছেন এবং যাহাবী তা অনুমোদন করেছেন।'

৫. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ সহজ-সরল পথের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। সেই পথের দু পাশে খোলা দরযা বিশিষ্ট দুটো দেয়াল রয়েছে। দরযাগুলোর উপর পর্দা টানিয়ে দেয়া হয়েছে। সরল

রাস্তার দরযায় দাঁড়িয়ে একজন আহ্বায়ক এ বলে ডাকছে ঃ হে লোকেরা ! তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে সহজ-সরল রাস্তায় প্রবেশ করো এবং তাতে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আরেকজন সহজ-সরল পথের উপর থেকে ডাকতে থাকে। তা সত্ত্বেও যখন মানুষ ঐ সকল দরযাগুলোর পর্দা খোলার ইচ্ছা করে তখন ঐ আহ্বায়ক ধিক্কার দিয়ে বলে, আফসোস, তুমি এটা খোল না। কেননা, তা খুলতে গেলে তাতে প্রবেশ করে ফেলবে। সুতরাং সহজ-সরল রাস্তা হচ্ছে ঃ ইসলাম, দুই দেয়াল হচ্ছে, আল্লাহর দীনের সীমারেখা; খোলা দরযা হচ্ছে, হারাম জিনিস, সহজ-সরল পথের মুখের আহ্বায়ক হচ্ছে কুরআন এবং সহজ-সরল রাস্তার উপরে আহ্বায়ক হচ্ছে, প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে আল্লাহর উপদেশদানকারী।"–আহমাদ, হাকেম, সহীহ সনদ সহকারে।

৭ম প্রশ্ন ঃ দীন কি আল্লাহর এবং দেশ জনগণের ?

উত্তর ঃ এটা একটা শিরকী পরিকল্পনা। ইউরোপীয়রা অত্যাচারী এবং বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী গীর্জা থেকে পালানোর জন্য তা আবিষ্কার করেছে। তারপর তারা এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা যেন একথা বলছে ঃ দীন আল্লাহর জন্য, একে পেছনের দিকে নিক্ষেপ করা হোক। আমাদের রাজনীতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদিতে এর কোনো অংশ নেই। উপনিবেশবাদীরা এ ধরনের মুখরোচক বেদআতী কথাবার্তা দ্বারা ভ্রান্তি ও গোমরাহী সৃষ্টির ইচ্ছা করে যাতে করে লোকদেরকে আল্লাহর শাসন থেকে দূরে রাখা যায় এবং সকল বিষয়কে দেশের দোহাই দিয়ে দীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যায়। এভাবেই তারা দেশকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে এবং এর মাধ্যমে দীনকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে দিয়েছে। এ জাতীয় বিষয়ে আনুগত্য না করার জন্য কুরআন আমাদেরকে আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○ - ال عمران : ١٤٩

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য করো তারা তোমাদেরকে উল্টা পথে মোড় পরিবর্তন করে দেবে। তারপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৯

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ

اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ○ - ال عمران : ١٠٠

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি তাদের অনুসরণ করো যাদের উপর কিতাব নাযিল হয়েছিল, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমানের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০০

এ সকল আহ্বান খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারণার রাস্তা খুলে দিয়েছে, মুসলমানদের ঘরে নাস্তিকতার আহ্বান পৌছিয়ে দিয়েছে, ইসলামের দাওয়াতকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং সংখ্যালঘু খৃস্টানদের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইসলামের গতিকে স্তিমিত করে দিয়েছে। তারা অন্যের জিনিসকে নিজের জিনিস বলে ভুল করে বসে আছে। যখন মুসলমানরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা বলে, এটা হচ্ছে সাম্প্রতিক সমস্যা। (এ প্রশ্নোত্তর আল-আযায়েবাতুল মুফীদা বই থেকে সংক্ষেপিত করা হয়েছে।)

৮ম প্রশ্ন ঃ দীন কি সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে ?

উত্তর ঃ সত্যিকার দীন ইসলাম হচ্ছে বিশুদ্ধ ঐক্যের মূল উৎস। এর বাস্তবায়ন সম্মান, প্রতিষ্ঠা, সংহতি, দয়া, ব্যয়, ত্যাগ এবং অমুসলমানের হেফাযতের নিশ্চয়তা বিধান করে। ঐ দীনের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িকতা আছে যে দীন নিজ অনুসারীদেরকে বলে ঃ

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ص لَانُفَرِّقُ

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ○ - ال عمران : ٨٤

"হে নবী ! আপনি বলুন, আমরা আল্লাহর প্রতি ও আমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুবের সন্তানগণসহ মূসা, ঈসা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অন্যান্য নবীদের উপরও ঈমান আনলাম। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৪

৯ম প্রশ্ন ঃ এটা বলা কি ঠিক যে, জাতির ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছারই অংশ?

উত্তর ঃ এটা এমন কিছু দার্শনিকের দুঃসাহসিক মিথ্যাচার যা আবু জাহেল সহ ঐ জাতীয় খবীস ও শত্রুরা পর্যন্ত বলার দুঃসাহস করেনি।

আল্লাহ তাদের জাগতিক ইচ্ছার লক্ষ্য সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ط - النحل : ٣٥

"মুশরিকরা বলতো, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা এবং বাপ-দাদারা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করতাম না। আর না আমরা তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো কিছুকে হারাম করতাম।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৩৫

আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। তারা জাতির কল্পিত ইচ্ছার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যে বাতিল কথা রচনা করে তাহলো, জাতি যা ইচ্ছা তাই করবে। জাতি শরীআত ও আল্লাহর কিতাবের বন্ধনমুক্ত হয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে থাকবে। তাদের ইচ্ছার ভিত্তি হবে মনের খাহেশ ও খেয়াল-খুশী, বস্তু ও শক্তি। এ জাতীয় বক্তব্য জাতিকে মাবুদের পর্যায়ে বসানোর কারণে আল্লাহর শরীক করে দেয় এবং তাদের খেয়াল-খুশী শরীআত ও তাঁর শাসনের সমকক্ষ হয়ে যায়। অথচ তাদের উচিত ছিল আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে শাসন করা, তাঁর সীমারেখা মেনে চলা এবং তাঁর শরীআত বাস্তবায়ন করা।

(শেখ দোসারীর লিখিত 'আযয়েবাতুল মুফীদা' বই থেকে সংক্ষেপিত)

১০ম প্রশ্ন ঃ যারা বলে 'দীন হচ্ছে জাতির জন্য আফিম স্বরূপ' তাদের একথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এটি ইহুদী কার্লমার্ক্সের কথা। সে ইসলামকে কবর দেয়ার মাধ্যমে ইহুদী মতবাদ কম্যুনিজমকে প্রসারিত করতে চেয়েছিল। সে-ই একথা বলেছে যে, দীন হচ্ছে মাদক দ্রব্যের মতো নেশা সৃষ্টিকারী যা জাতির জন্য ক্ষতিকর। একথা ঐ সমস্ত কল্পিত বাতিল ধর্মের জন্য প্রযোজ্য যা ভ্রান্ত ও মূর্তিপূজার অনুসারী এবং এর অনুসারীরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের অনুসারী সঠিক দীন যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, তা মানুষের অন্তর ও অনুভূতিকে

আকৃষ্ট করে, সকল শক্তি ও মনোভাবকে নাড়া দিয়ে সামনে অগ্রসর করে, তা নিজ অনুসারীদের অবমাননা, অসম্মান এবং যুলুমের সাথে আপোসের ভাবকে গ্রহণ করে না। বরং তা তাদের উপর বিভিন্নভাবে ও উপায়ে দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করা, মিথ্যাকে মূলোৎপাটন করা এবং যারা দীন থেকে দূরে সরে গেছে ও শরীয়াতের আদেশ অনুযায়ী শাসনকে অস্বীকার করেছে তাদের থেকে দূরে থাকাকে ফরয করে দিয়েছে।–(সাবেক উৎস)

১১শ প্রশ্ন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে হুকুম দেয়ার আগে একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো এর বাস্তবায়ন উৎসের দিকে তাকানো এবং এর নামকরণের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে ধোঁকা না খাওয়া। বরং একথা দেখা দরকার যে, এর প্রবর্তক তাগুত ইহুদী কালমার্ক্স ও লেলিন এবং তাদের অনুসারীরা তাদের উভয়ের কথার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সে অনুযায়ী তারা তা বাস্তবায়ন করেছে কিনা ? নাকি তারা ঐ মতবাদ কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করেছে যা একজন মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ?

যদি বিষয়টি মার্ক্স-লেলিনের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে একজন মুসলমানের পক্ষে তা গ্রহণ করা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। বরং তাকে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করা ফরয। কোনো বিবেকবান মানুষের ঐ তাগুতী মতবাদের উৎস সম্পর্কে মোটেই সন্দেহ করা উচিত নয়। বরং তাকে অস্বীকার করা কালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর' দাবী। কেননা, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল' এ দুটো সাক্ষ্য তখন পর্যন্ত বিশুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সাক্ষ্যদ্বয়ের মর্ম অনুযায়ী চলা ও আমল করা না হয়।"–(সাবেক উৎস)

আমি বলবো, মহান বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ইসলাম সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদসহ মানব রচিত অন্যান্য মতবাদের মুখাপেক্ষী নয়। বরং তা ভুল-ক্রটিতে পরিপূর্ণ। কেননা, ইসলাম মুসলমানদেরকে যে ইনসাফ, সাম্য, স্বাধীনতা এবং ইহ ও পরকালের সাফল্য দান করেছে তাকে অস্বীকার করার কারণে ঐ সকল মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ ○

"আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চেয়ে উত্তম রং আর কার হতে পারে ? আমরা তাঁরই ইবাদাত করি।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৮

১২শ প্রশ্ন ঃ ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন কি ?

উত্তর ঃ এটা ইহুদীদের একটি গোপন সংস্থা তারা একে 'গোপন শক্তি' বলে আখ্যায়িত করে। তারা একে প্রথমে খৃষ্টানদের ইনজীল বিকৃত করা, তাদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করা এবং বিভিন্ন মতভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ইসলামের আগমনের পর তারা এর তৎপরতা প্রসারিত করে এবং একই নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য তৎপরতা শুরু করে।

বিশ্ব ইহুদীবাদ ফ্রি ম্যাসন সংস্থাকে চিন্তাবিদ, ধোঁকাবাজ ও ষড়যন্ত্রকারী জনশক্তি সরবরাহ করে সাহায্য করে। প্রত্যেক যুগে তারা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন পোশাক পরে এবং প্রত্যেক জাতি ও দেশকেও অনুরূপ তাল মিলানোর পোশাক পরায়। তারা প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রবেশ পথ ও রুচির রাস্তায় অনুপ্রবেশ করে যাতে করে গোলযোগ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন সময়ে তাদের অসংখ্য স্বীকৃতির মাধ্যমে জানা গেছে, ইহুদীদের নিকৃষ্ট লক্ষ্য অর্জন, নেতৃবৃন্দের জ্ঞানের উপর সহজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আত্মাকে ধ্বংস করে ফ্রি ম্যাসনে বিশ্ববাসী গোলাম সৃষ্টির জন্যই এর উদ্ভব হয়েছে। ফ্রি ম্যাসনের জোরদার ষড়যন্ত্রের প্রলেপ এবং মনের উপর কঠিন প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে তারা ঐ কাজ আনজাম দেয়। ফলে তারা পূর্ব ও পশ্চিমের বহুসংখ্যক নেতা ও শাসককে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং ইউরোপ এবং আরব দেশের বহু রাজ পরিবারে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা যদি কোনো জাতির মধ্যে ফ্রি ম্যাসনের বিপদের অনুভূতি উপলব্ধি করে তখন সেই জাতিকে বিভিন্ন উপায়ে ধোঁকা দেয় কিংবা ঐ দোষে অভিযুক্ত শাসকদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়।

তারা ফ্রি ম্যাসনের কেলেংকারীতে জড়িত সংস্থা বন্ধ করে দিয়ে এর ধ্বংসস্তূপের উপর বিভিন্ন নামে আরেকটি সংস্থা গড়ে তোলে। এর লক্ষ্য হলো, সংস্থার কর্মকর্তাকে ঐ কেলেংকারীর অপমান থেকে রক্ষা করা এবং ইহুদীদের খেদমতের জন্য নতুন করে সুনাম অর্জন করা। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফ্রি ম্যাসনের সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, তারা বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করবে এবং ফ্রি ম্যাসন ফেডারেশনের ভিত্তি হিসেবে সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করবে।

তাদের আন্দোলনের অর্জিত ফলাফল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

ক. পবিত্র কিতাবসমূহের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন ধর্ম ও দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি এবং জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধ ও শত্রুতার দাবানল জ্বালানো।

খ. ইসলামের প্রথম যুগে ঐ আন্দোলনের ফলাফল হলো ঃ

১. ২য় খলীফা ওমর বিন খাত্তাবের হত্যার ষড়যন্ত্র।

২. হযরত ওসমান এবং তাঁর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ।

৩. হযরত ওসমানের হত্যাকাণ্ডে মিথ্যা প্রচারণা ও সত্যের বিকৃতি সাধন।

৪. বিভিন্ন দলের জ্ঞান নিয়ে ষড়যন্ত্র করায় খারেজী ও নাসেবীদের উত্থান।

৫. জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলের মতবাদসহ মুতাযিলা, কাদরিয়া, কারামাতিয়া ও বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদের উদ্ভব।

৬. উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার, তাদেরকে উৎখাতের জন্য অনারব লোকদের সহযোগিতা কামনা এবং ঐ সকল ভ্রান্ত মতবাদের প্রসারের চেষ্টা। তারা ঐ সময় মিথ্যুক মুখতারসহ অন্যদেরকে জনপ্রিয় করার জন্য কাজ করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে 'তারীখুল জামিয়াতুস্ সির্‌রিয়্যাহ ওয়াল হারাকাতুল হাদ্দামাহ ফিল ইসলাম' নামক বইটি পড়তে হবে এবং তা প্রত্যেকের কাছে থাকা জরুরী।

৭. মিথ্যার বেসাতির মাধ্যমে যুদ্ধ এবং বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধের দাবানল জ্বালানো, তাদের সেবাদাসদেরকে জনপ্রিয় করা, প্রাচ্যের খৃস্টান নাসির তুসী এবং ইবনে আলকামীর মতো আগ্রাসীদের আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহযোগিতার জন্য অন্যান্য খৃস্টানদের মধ্যে বিভিন্ন রকম শ্লোগানের জন্ম দেয়, তাদের স্বার্থে গুপ্তচরবৃত্তি করে এবং তাদেরকে সকল পথের সন্ধান দেয়। আগ্রাসী জর্জ হাবাশ সহ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির শিকার হয়ে যা বলেছেন, তা এর বিপরীত। (শেখ আবদুর রহমান আদদোসারীর লেখা আল-আজয়েবাতুল মুফীদাহ বই থেকে উদ্ধৃত।)

১৩শ প্রশ্ন ঃ পীরবাদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের যুগে সুফীবাদ বা পীরবাদের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কিন্তু যখন গ্রীকদের বই-পুস্তক আরবী ভাষায় অনূদিত হলো তখনই পীর বা সুফীর আত্মপ্রকাশ

ঘটে। সুফী (পীর) শব্দটি গ্রীক শব্দ। 'সুফিয়া' থেকে নির্গত। এর অর্থ জ্ঞান-প্রজ্ঞা। কেউ কেউ বলেন, 'সুফী' শব্দটি আরবী 'সুফ' শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ পশম। সুফীরা পশমী কাপড় পরতো। তাই তাদেরকে সুফী বলা হয়। কেউ বলেছেন, এটা 'সাফা' শব্দ থেকে এসেছে, এর অর্থ 'পবিত্রতা-পচ্ছিন্নতা'। এটা ভুল কথা। তখন তা থেকে নিয়ম অনুযায়ী 'সাফায়ী' শব্দ বের হওয়ার কথ 'সুফী' নয়।

সুফীবাদ বা পীরবাদ বহু বিষয়ে ইসলাম বিরোধী কাজ করে। যেমন ঃ

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোআ করা। বহু পীর-মুরশিদ আল্লাহ ছাড়া মৃতদের কাছে 'দোআ' করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দোআই হচ্ছে ইবাদাত ঃ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ। (তিরমিযী, তিনি এটাকে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন)।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত এবং বিশেষ করে অন্যের কাছে দোআ হচ্ছে বড় শিরক যা আমলকে বরবাদ করে দেয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ - يونس : ١٠٦

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকো না যারা তোমাদের উপকার বা অপকার করতে পারে না। যদি তুমি তা করো তবে তুমি যালেম অর্থাৎ মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"–সূরা ইউনুস ঃ ১০৬ আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

"যদি তুমি শিরক করো তবে অবশ্যই তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"–(সূরা আয যুমার ঃ ৬৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ -

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করা অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

এখানে 'নিদ্দ' শব্দের অর্থ হলো, শরীক ও সমতুল্য। তারা তাদেরকে আল্লাহর অনুরূপ ডাকে।

২. অধিকাংশ পীর বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সশরীরে সর্বত্র বিরাজ মান। এ বিশ্বাস কুরআনের বিরোধী। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى○طه : ٥

"আল্লাহ রহমান আরশের উপর আসীন।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ৫

বুখারী শরীফে 'ইসতাওয়া' শব্দের অর্থ হলো, উপরে আসন গ্রহণ করা বা সমাসীন হওয়া।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ ـ

"আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির আগে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমার রহমত আমার রাগের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। একথাটি আরশের মধ্যে লেখা আছে।"–বুখারী

আর আল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য হলো ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط ـ الحديد : ٤

"তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।"
–সূরা আল হাদীদ ঃ ৪

অর্থাৎ তিনি নিজ জ্ঞান দ্বারা আমাদের কথা শুনেন ও আমাদেরকে দেখেন। তাফসীরকারগণ এর এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

৩. কিছুসংখ্যক পীরের বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাঁর কোনো সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং তাতে বিরাজমান আছেন। দামেস্কে দাফনকৃত প্রখ্যাত পীর ইবনে আরবী বলেছেন ঃ

'বান্দাহই রব এবং রবই বান্দাহ+হায় কে কার ইবাদাত করবে ?'

সে ইসলাম দ্রোহী আরও বলেছেন ঃ

'কুকুর ও শূকর আমাদের মাবুদ+আল্লাহ তো গীর্জার শুধুমাত্র পাদ্রী।'

৪. বহু পীর বিশ্বাস করে, আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-এর কারণে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। এ উক্তি কুরআনের বিরোধী। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ○ - الذرعات : ٥٦

"আমি জ্বিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ৫৬

[এখানে মুহাম্মাদ (স)-এর কারণে সৃষ্টির কথা বলা হয়নি]

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ○- اليل : ١٣

"আর নিশ্চয়ই আখেরাত ও দুনিয়া আমারই জন্য।"–সূরা লাইল ঃ ১৩

৫. অধিকাংশ পীর মনে করেন যে, আল্লাহ্ নিজ নূর থেকে মুহাম্মাদ (স)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে মুহাম্মাদ (স)-এর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর ১ম সৃষ্টি। এ সকল বক্তব্য সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ○- ص : ٧١

"যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টিকারী।"–সূরা সোয়াদ ঃ ৭১

হযরত আদম (আ) মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি, আল্লাহ্ তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অমানবিক সৃষ্টির মধ্যে আরশ এবং পানির পর কলম সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ ـ

"আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে কলম।"–(আহমাদ, তিরমিযী, তিরমিযী এটাকে হাসান–সহীহ হাদীস বলেছেন)

'হে জাবের ! আল্লাহ্ প্রথমে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।' এ হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনরা বলেছেন ঃ এর কোনো সনদ নেই এবং তা যাল ও মিথ্যা হাদীস। আল্লামা সূয়ুতী, গামারী ও আলবানী একথা বলেছেন।

৬. ভণ্ড পীরদের শরীআত বিরোধী অন্যতম আরেকটি কাজ হলো, অলীদের জন্য মান্নত করা এবং তাদের কবর তাওয়াফ করা। এছাড়াও তারা কবরের উপর ইমারাত তৈরি, এমন নতুন পদ্ধতির যিকির আবিষ্কার

করা যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল বৈধ করে যাননি। যিকিরের সময় নর্তন-কুর্দন, লোহা দ্বারা মারা অথবা আগুন গলধঃকরণ করা, যাদু ও তাবিজ করা, ব্যভিচার করা, অন্যায়ভাবে লোকদের সম্পদ খাওয়া, লোকদেরকে ধোঁকা দেয়া এবং আরও অনেক কিছু করার সাথে জড়িত আছে।

১৪শ প্রশ্ন ঃ যারা ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে তাদের বিষয়ে হুকুম কি ?

উত্তর ঃ ইসলাম থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরানোর জন্য ইসলামের দুশমনরা এ অভিযোগ উত্থাপন করেছে। তারা যদি ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীল দীন বলে একথা বুঝাতে চায় যে, তা সভ্যতার কাফেলা থেকে পশ্চাদপদ, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ। কেননা, ইসলাম উন্নতি ও প্রগতির দিক নির্দেশ করে, আবিষ্কারের জগতে বিপ্লব সাধন এবং উপকারী বিষয়ের দিকে আহ্বান জানায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَـهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ ـ الانفال : ٦٠

"আর তোমরা তাদের জন্য তৈরি হও যথাসাধ্য শক্তি নিয়ে।"
–সূরা আল আনফাল ঃ ৬০

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"তোমরা তোমাদের দুনিয়াবী কাজের বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানী।"
–মুসলিম

ইসলাম মানুষকে আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস এবং ঈমান-বিশ্বাস, চরিত্র ও জিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ বিজয়ী সাহাবায়ে কেরামের কাজের প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়। সাহাবায়ে কেরাম মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ইবাদাত এবং বিকৃত দীন-ধর্মের যুলুম থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে ফিরিয়ে এনেছেন। দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া মুসলমানের কোনো ইজ্জত-সম্মান নেই।

১৫শ প্রশ্ন ঃ আমাদের কি আধুনিক যুগের নীতিমালা এবং বিভিন্ন তরীকা পন্থী পীরদের সম্পর্কে জানা উচিত ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সেগুলো জানা দরকার। এর প্রমাণ হচ্ছে হযরত হুজাইফা (রা)-এর বক্তব্য। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো আর আমি মন্দ

ক্ষতিকর জিনিস থেকে বাঁচার জন্য সেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করতাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা এক সময় জাহেলিয়াত ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ্ আমাদের জন্য ভালো ও কল্যাণ দান করেছেন। এ ভালো ও কল্যাণের পর কি অকল্যাণ আসবে ? তিনি বলেন, 'হ্যাঁ'। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ মন্দের পর কি আবার কল্যাণ আসবে ? তিনি উত্তরে বলেন, 'হাঁ'। তবে তাতে ফেতনা-ফাসাদ ও মতভেদ থাকবে। আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, সে ফাসাদ ও মতভেদ কি হবে ? তিনি বলেন ঃ লোকেরা আমার সুন্নাহকে বাদ দিয়ে অন্য সুন্নাহ অবলম্বন করবে এবং আমার জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে অন্য জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করবে। তাদেরকে তোমরা জানবে এবং অস্বীকার করবে। আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, ঐ কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে ? তিনি উত্তর দেন, 'হ্যাঁ' জাহান্নামের দরযার কাছ থেকে আহ্বানকারীদের আহ্বান ; যে তাতে সাড়া দেবে তাকে তারা জান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদেরকে তাদের বর্ণনা দিন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ তারা আমাদের মত চামড়ারই লোক এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যদি বেঁচে থাকি তখন আমি কি করবো এ মর্মে আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, তখন তুমি 'মুসলিম জামায়াত এবং তাদের নেতার সাথে থাকবে।' আমি প্রশ্ন করলাম, যদি মুসলমানদের জামায়াত ও নেতা না থাকে ? তখন তিনি বলেন ঃ তখন তুমি ঐ সকল দল-উপদল থেকে দূরে থাকবে। প্রয়োজনে গাছের গোড়ায় কামড় দিয়ে পড়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।"-(মুসলিম)

এ হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়

এ হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে, মন্দের আহ্বানকারীরা তাদের জীবনে, শাসন ব্যবস্থায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করে না। আর না তারা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-অভ্যাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পথ ও নিয়মাবলী অনুকরণ করে। সত্যিকার মুসলমানের উচিত, তাদের থেকে সাবধান থাকা।

দাওয়াতে দীন ও বই-পুস্তক প্রকাশের উপকারিতা

১ম প্রশ্ন ঃ যে মুহূর্তে মুসলমানদেরকে কোনো কোনো দেশে হত্যা করা হচ্ছে সে মুহূর্তে দাওয়াতে দীন ও ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশের উপকারিতা কতটুকু ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মুসলমানই ইসলামের সীমান্তরক্ষী। তাদের মধ্যে কেউ যুদ্ধ-জিহাদে নিপুণ, কেউ মুখের বক্তৃতা ও বাকশক্তিতে পটু। আবার কেউ অর্থ-সম্পদ দানে সক্ষম। নবী (স) উপরোক্ত সকল প্রকার লোকের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন ঃ

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ ـ

"তোমরা তোমাদের সম্পদ, জীবন ও জিহ্বা দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো।"–আবু দাউদ

এ কারণে হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা) নিজ মুখ ও কবিতা দ্বারা ইসলামের প্রতিরক্ষা করেছেন।

প্রত্যেক মুসলমানের সামর্থ্য অনুযায়ী তলোয়ার ও তীর দ্বারা অর্থাৎ সশস্ত্রভাবে জিহাদ করা ফরয, এ বিষয়ে কোনো বিবেকবান মুসলমানের সন্দেহ থাকা উচিত নয়। বই-পুস্তক প্রণয়ন এবং পত্রিকায় লেখালেখি ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা জিহাদের উপায়-উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত বই দীনকে বেদআত ও গোমরাহীমুক্ত করার অন্যতম উপায়। আকীদা, ইবাদাত ও লেনদেনের সর্বত্র বেদআত ও গোমরাহীর ছড়াছড়ি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমান যুগে ইসলামী বই প্রকাশ দীনের পরিশুদ্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষিত প্রচার মাধ্যম। এছাড়া মহান ইসলামে বিশ্বাসী যুবকদের আকীদা, ইবাদাত, শাসন, জিহাদ, ত্যাগ, আচরণ, চরিত্র, শিক্ষা ও রাষ্ট্রসহ ইত্যাদির প্রশিক্ষণের জন্য ইসলামী বই-পুস্তকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

২য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কেন ফেতনা ও গোলযোগকে হত্যার চেয়ে বেশি মারাত্মক বলেছেন ?

উত্তর ঃ মানুষের জীবন পবিত্র। বিশুদ্ধ দীন, উত্তম আখলাক এবং শিরকমুক্ত বিবেক ও আকীদার ভিত্তিতে জীবনের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

কারোর দীন ও চরিত্র এবং আকীদাকে শিরকের মাধ্যমে নষ্ট করা তার আত্মার মৃত্যু সমতুল্য এবং বিবেক ও জ্ঞানের প্রতি জঘন্য অপরাধ। আত্মার মৃত্যু দেহের মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ।

আল্লাহ বলেছেন ঃ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج "ফেতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯১)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط - البقرة : ٢١٧

"ফেতনা হত্যাকাণ্ড হতেও বড়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭

এখানে ফেতনা বলতে 'শিরক' বুঝানো হয়েছে।

৩য় প্রশ্ন ঃ ইসলাম থেকে বিচ্যুত লোকদের প্রশংসা করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ তাদের প্রশংসা করা জায়েয নেই। কেননা, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদেরকেই কেবল বোকা বলে আখ্যায়িত করেছেন যারা মিল্লাতে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ (স)-এর শরীআত থেকে দূরে আছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط - البقرة : ١٣

"কেবলমাত্র বোকা লোকেরাই মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে বিরত থাকে।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩০

যারা আসমানী কিতাব থেকে উপকৃত হয় না আল্লাহ তাদেরকে গাধার সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط

"যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের উদাহরণ সেই গাধার মতো যে বই বহন করে।"
–সূরা আল জুমআ ঃ ৫

যারা আল্লাহর আয়াতবিমুখ হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

"আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সেই লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সেই সকল নিদর্শনসমূহের বদৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজ রিপুর অনুগামী হয়ে রইলো। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো। যদি তাকে তাড়া করো তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হলো সেসব লোকের উদাহরণ, যারা মিথ্যাপতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি এসব কাহিনী বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তা করে।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৫-১৭৬

আল্লাহ যাদের নিন্দা করেছেন তাদের প্রশংসা করা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনকারীদের কাজ। ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত, আল্লাহর আইন পরিত্যাগকারী এবং ইসলামী শরীআত বিরোধী ফায়সালাদানকারীকে কোনো ভালো ও সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা যাবে না। সে যেই হোক না কেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَاتَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ

"তোমরা মুনাফিককে 'আমাদের নেতা' বলে সম্বোধন করো না। যদি সে তোমার কাছে সম্মানিত হয় তাহলে, তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করেছো।"–আহমাদ, আবু দাউদ, আযায়েবাতুল মুফীদাহ বই থেকে সংকলিত।

যৌথ সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ধ্বংসাত্মক মতবাদসমূহকে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট

১ম প্রশ্ন ঃ ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার কি কি উপায় আছে ?

উত্তর ঃ এর বহু উপায় আছে। যেমন-

১. মুসলমানদের অবস্থার সংস্কার সংশোধন করা যেমন, গরীবদের যাকাত দান।

২. তাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি বিধান করা। যেমন, উপযুক্ত লোকদেরকে দান-সদকাহ ও হেবা করা।

৩. পারস্পরিক সংহতি বিধান করা।

৪. ঈমান, সহযোগিতা, উপদেশ ও ভালোবাসার মযবুত ভিত্তির আলোকে আন্তরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি সাধন করা।

২য় প্রশ্ন ঃ ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য কি ?

উত্তর ঃ এর লক্ষ্য হলো, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজ গঠনের চেষ্টা করা। ইসলামই একমাত্র জীবনাদর্শ যা অভাবী লোকজনের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলাম ও যৌথ সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে মুসলিম কর্মীরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. লোকদেরকে দিক নির্দেশ ও উপদেশ দিচ্ছে।

২. প্রত্যেক অক্ষম ও অভাবী লোকের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছে।

৩. প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।

৪. রোগী, অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্য সাহায্য কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

৫. যাকাত ও সদকাহ সংগ্রহ করে অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে।

৬. ইয়াতীম ও মিসকীনদের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।

৩য় প্রশ্ন ঃ ফিলিস্তিন, লেবানন এবং আফগানিস্তানসহ অন্যান্য দেশের মুসলমানদের প্রতি আমাদের করণীয় কি ?

উত্তর ঃ আমাদের নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের প্রতি নিম্নোক্ত সাহায্য-সহযোগিতা করা ফরয।

১. তাদেরকে খাদ্য, কাপড় , অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দেয়া।

২. যোগ্য দাঈ ও সংগঠক পাঠানো। তারা তাদের সমস্যার সমাধান, ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার লক্ষ্যে তাওহীদের আকীদা বর্ণনা করবেন। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ - ال عمران : ١٢٦

"বিজ্ঞ ও শক্তিশালী আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর সাহায্য নেই।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৬

৩. রোগী ও আহতদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাঠানো।

৪. যুদ্ধ, প্রকৌশল ও পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্যের জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠানো।

৫. সঠিক খবর পরিবেশনের জন্য মুসলিম সাংবাদিক পাঠানো।

৬. তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করার জন্য আগ্রহী প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো।

৭. তাদের খবর সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং খবর সংগ্রহের জন্য তথ্য মাধ্যমের অনুসরণ করা।

৮. পত্র-পত্রিকা ও তথ্য মাধ্যমে মুজাহিদীন সম্পর্কে ফিচার লেখা এবং তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করা।

৯. ফিলিস্তিন, লেবানন এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ইহুদীদের হুমকী ও যড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করা।

১০. আফগানিস্তানসহ বিশ্বের মুসলমানদের কাছে কম্যুনিজমের বিপদ এবং মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তুলে ধরা। কেননা, কম্যুনিজম স্রষ্টা, মাবুদ, চরিত্র ও দীনের কোনোটাই স্বীকার করে না।

১১. মুসলমান মুজাহিদীনের জন্য সাহায্য ও বিজয়ের দোআ করা এবং বলা ঃ হে আল্লাহ ! সকল স্থানের মুজাহিদীনকে তুমি সাহায্য করো এবং তাদেরকে দীন আঁকড়ে ধরার তাওফীক দাও।

জিহাদ, বন্ধুত্ব স্থাপন এবং বিচার ও শাসনব্যবস্থা

১ম প্রশ্ন ঃ জিহাদ কি ? জিহাদের শ্রেণী বিভাগ ও লক্ষ্য কি ?

উত্তর ঃ জিহাদ হচ্ছে দীনের সর্বোচ্চ পর্যায়। সামর্থবান লোকের উপর জিহাদ ফরয। আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকলে, তার দীনের ব্যাপারে আশংকা আছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াসহ অন্যান্য আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদের হুকুম বিভিন্ন হতে পারে। এজন্য মক্কী আয়াতসমূহে দেখা যায়, মুসলমানদের দুর্বল অবস্থায় কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং মাদানী আয়াতে মুসলমানদের শক্তি বাড়ার পর যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ের হুকুমের সম্প্রসারণ হয়েছে এবং এটা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য জরুরী ছিল।

আল্লাহ নবী (স)-কে মক্কা এবং মদীনায় জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। তিনি মক্কার নির্দেশে বলেন ঃ

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا○- الفرقان : ٥٢

"আপনি তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করুন।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫২

অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে বড় জিহাদ করুন।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰۤئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ○ - الشورى : ٤١

"আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।"–সূরা আশ শূরা ঃ ৪১

এর উপর ভিত্তি করে বলা চলে, জিহাদ ৪ প্রকার ঃ

১. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, ২. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ, ৩. কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ, ৪. মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ।

২য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহ কেন জিহাদের প্রচলন করেছেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ কয়েকটি কারণে জিহাদের প্রচলন করেছেন ঃ

১. শিরক ও মুশরিকদের মুকাবিলা করার জন্য। কেননা, আল্লাহর কাছে শিরক গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আল্লাহর দিকে দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য।

৩. মুসলমানদের জীবন-সম্পদ ও দেশকে রক্ষার জন্য।

৩য় প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ জান, মাল ও জিহ্বা দিয়ে সাধ্যমতো জিহাদ করা ফরয।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"তোমরা হালকা অবস্থায় হও আর ভারী অবস্থায় হও, সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করো।"–সূরা তাওবা ঃ ৪১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ ـ

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও জিহ্বা দিয়ে জিহাদ করো।"–(আবু দাউদ) অর্থাৎ জিহাদ সামর্থের সাথে জড়িত।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ ইসলামে বন্ধুত্ব বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ তাওহীদপন্থী মু'মিনদের প্রতি ভালোবাসা ও সাহায্যকে বন্ধুত্ব বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م ـ التوبة : ٧١

"আর মু'মিন নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

"একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য ইমারত স্বরূপ ; যার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলে মযবুত ও শক্তিশালী হয়।"–মুসলিম

প্রশ্ন ঃ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ও তাদেরকে সাহায্য করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদেরকে সাহায্য করা জায়েয নেই। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط ـ المائدة : ٥١

"তোমাদের যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ آلَ بَنِيْ فُلاَنٍ لَيْسُوْا لِيْ بِأَوْلِيَاءَ -

"নিশ্চয়ই অমুক বংশের লোকেরা আমার বন্ধু নয়।"–বুখারী, মুসলিম

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ মুসলিমগণ কোন্ আইনের ভিত্তিতে শাসন ও বিচার পরিচালনা করবে ?

উত্তর ঃ মুসলিমগণ কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আইন দ্বারা শাসন ও বিচার করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ○ المائدة : ٤٩

"আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন ও বিচার পরিচালনা করো।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ 'হে লোকেরা ! জেনে রাখ, আমি একজন মানুষ। সহসাই আমার কাছে আল্লাহর প্রতিনিধি আসবে এবং আমি সেই ডাকে সাড়া দেবো। (অর্থাৎ আমার ইনতিকাল হবে) আমি তোমাদের কাছে দুটো ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করো এবং তাকে শক্ত করে ধরে রাখ। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত করেছেন।' তারপর তিনি বলেন ঃ

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'আমার পরিবারের লোকজন।'–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

"আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটো জিনিস হলো, আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর রাসূলের হাদীস।" –(মুয়াত্তা মালেক, জামে উসূল গ্রন্থের মুহাক্কেক আল্লামা আলবানী অনুরূপ আরও হাদীসের উল্লেখ করে একে সহীহ বলেছেন।)

কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করা

১ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ কেন কুরআন পাঠালেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী আমল ও কাজ করার জন্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ - الاعراف : ٣

"তোমরা তোমাদের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত বিধানের অনুসরণ করো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَاعْمَلُوْا بِهٖ وَلاَ تَاْكُلُوْا بِهٖ

"তোমরা কুরআন পড়ো এবং সে অনুযায়ী আমল করো ; তবে এর দ্বারা রোযগার করে খেয়ো না।"–আহ্মাদ

২য় প্রশ্ন ঃ কুরআন মানুষের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে কোন্ জিনিস বর্ণনা করেছে ?

উত্তর ঃ কুরআন মানুষের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে যা বর্ণনা করেছে তাহলো, নেয়ামত দানকারী মহান স্রষ্টার পরিচয় পেশ করা, যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নন এবং যে মুশরিকরা পাথর দ্বারা তাদের অলীদের মূর্তি তৈরি করে পূজা ও দোআ করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلاَ اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا○ - الجن : ٢٠

"বলুন, নিশ্চয়ই আমি আমার রবকে ডাকি আর তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না।"–সূরা জ্বিন ঃ ২০

৩য় প্রশ্ন ঃ আমরা কেন কুরআন পড়ি ?

উত্তর ঃ আমরা এজন্য কুরআন পাঠ করি যাতে করে তা বুঝতে পারি, চিন্তা-গবেষণা করতে পারি এবং এর উপর আমল করতে পারি।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

"আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা বরকতময়, যাতে করে লোকেরা তাঁর আয়াতসমূহকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, আর জ্ঞানীরাই তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে।"–সূরা সাদ ঃ ২৯

হযরত আলী (রা) দুর্বল সনদ সহকারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কিংবা নিজের পক্ষ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা বিশুদ্ধ। তিনি বলেছেন ঃ ওহে ! নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের ফেতনা সৃষ্টি হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা থেকে বাঁচার উপায় কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব–কুরআন। তাতে রয়েছে তোমাদের পূর্বের ও পরবর্তী যুগের খবর সহ নিজেদের মধ্যে বিচার ফায়সালার বর্ণনা। এ কুরআন হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী এবং বেহুদা কোনো বিষয় নয়। কোনো শক্তিধর ব্যক্তি তা ত্যাগ করলে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করবেন। যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কিছুতে হেদায়াত অন্বেষণ করে, আল্লাহ্ তাকে গোমরাহ্ করবেন। এটা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র মযবুত রশি, বিজ্ঞ স্মারক এবং সহজ-সরল রাস্তা। এটা এমন গ্রন্থ যাতে মনোবাঞ্ছা ভ্রান্ত হয় না এবং জিহ্বা সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হয় না ; ওলামায়ে কেরামের তৃপ্তি অপূর্ণ থেকে যায়, অধিকতর তেলাওয়াত দ্বারা এর বিষয়বস্তু পুরাতন হয় না, এবং সৌন্দর্য্যের শেষ হয় না, যা শুনে জ্বিনেরা পর্যন্ত ক্ষান্ত না হয়ে বলে ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ - الجن : ١

"নিশ্চয়ই আমরা বড় আর্যজনক কুরআন শুনেছি।"–সূরা জ্বিন ঃ ১

যে ব্যক্তি কুরআন মাফিক কথা বলবে সে সত্যবাদী হবে, যে এ অনুযায়ী শাসন ও বিচার করবে সে ইনসাফকারী হবে, যে এ অনুযায়ী আমল করবে সে পুরস্কৃত হবে, যে এর দিকে মানুষকে ডাকবে সে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ কুরআন কি জীবিতদের জন্য না মৃতদের জন্য ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ জীবিত লোকদের উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন যেন তারা নিজেদের জীবদ্দশায় এর উপর আমল করতে পারে। মৃতদের জন্য এ কুরআন নয়। তাদের আমল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তারা তা পড়তে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে সক্ষম নয়। নিজ সন্তান ছাড়া

অন্য কেউ কুরআন পড়লে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছবে না। কেননা, সন্তান তার পিতার চেষ্টার অংশ।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ○- يس : ٧٠

"যাতে করে যারা জীবিত তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে এবং কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য অবশ্যই ঘটবে।"-সূরা ইয়াসিন ঃ ৭০

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ○ - النجم : ٣٩

"মানুষ নিজে যা উপার্জন করেছে তাছাড়া আর কিছুই পাবে না।"-সূরা আন নাজম ঃ ৩৯

ইমাম শাফেঈ (র) এ আয়াত থেকে যে হুকুম বের করেছেন তা হচ্ছে, কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য দান করতে চাইলে তা পৌঁছবে না। কেননা, এটা মৃত ব্যক্তির আমল ও উপার্জন কোনোটাই নয়।-(তাফসীর ইবনে কাসীর-৪/২৫৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ -

"মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি আমল ছাড়া। সদকা জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোআ করে।"-মুসলিম

তবে সাধারণত দোআ ও সদকাহর সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীল রয়েছে। অর্থাৎ যে কেউ যে কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ ও সদকা করতে পারে।

৫ম প্রশ্ন ঃ সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর আমল করার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব।

কেননা, আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج - الحشر : ٧

"রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

عَلَيْكُم بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا

"তোমাদের উপর আমার এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নত আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব। তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।"–আহমাদ

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ আমরা কি কুরআনের উপর আমলের বদৌলতে হাদীস ছেড়ে দিতে পারি ?

উত্তর ঃ না, পারি না। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

"আর আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি। যাতে করে আপনি তাদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারেন এবং তারা যেন ঐ আলোকে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৪৪

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلاوَاِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"ওহে ! আমাকে কুরআন এবং অনুরূপ আরেকটি বিষয় (অর্থাৎ হাদীস) দান করা হয়েছে।"–আবু দাউদ

৭ম প্রশ্ন ঃ আমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর অন্য কারোর কথাকে অগ্রাধিকার দেবো ?

উত্তর ঃ না, আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথার উপর অন্য কারোর কথাকে অগ্রাধিকার দেবো না।

আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ - الحجرت : ١

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর কথা বলো না।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

"আল্লাহর নাফরমানী হয় কারোর এমন কোনো নির্দেশ পালন করা যাবে না।"–আহমাদ

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "আমার আশংকা হয় যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, আমি বলি যে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এর মুকাবিলায় তারা বলে আবু বকর ও ওমর (রা) বলেছেন !" আহমাদ প্রমুখ এবং আহমাদ শাকের একে সহীহ্ বলেছেন।

৮ম প্রশ্ন ঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ফায়সালা করার প্রয়োজনীয়তা ও হুকুম কি ?

উত্তর ঃ এটা ফরয। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○- النساء : ٦٥

"না আপনার রবের কসম ! তারা সে পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধে আপনাকে সালিশ মানে। এরপর আপনার ফায়সালায় কোনো কষ্ট না পায়। বরং তা পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَالَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ -

"যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নেতারা আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফায়সালা না করবে এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা পসন্দ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঁধিয়ে দেবেন।"–ইবনু মাজা

৯ম প্রশ্ন ঃ দীনি বিষয়ে মতভেদ হলে আমরা কি করবো ?

উত্তর ঃ আমরা আল্লাহর কিতাব ও বিশুদ্ধ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً○- النساء : ٥٩

"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে ঝগড়া ও মতবিরোধ করো তাহলে বিতর্কিত বিষয়টির ফায়সালা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটাই উত্তম ও কল্যাণকর সমাধান।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

تَرَكْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنَ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

"আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে গেলাম। যে পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে সে পর্যন্ত বিভ্রান্ত হবে না। সে দুটো জিনিস হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের হাদীস।"–মুআত্তা মালেক এবং আলবানী একে সহীহ হাদীস বলেছেন।

১০ম প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি শরীয়াতের আদেশ-নিষেধকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক নয় বলে মনে করে তার ব্যাপারে হুকুম কি ?

উত্তর ঃ তার ব্যাপারে শরীআতের হুকুম হলো, সে কাফের, মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) এবং মুসলিম মিল্লাত বহির্ভূত। কেননা, দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য। আর এটাই কালেমার দুই সাক্ষ্য দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এবং আল্লাহর ব্যাপক ভিত্তিক ইবাদাত ও দাসত্ব করা ছাড়া ঐ সাক্ষ্যদ্বয় বাস্তব রূপ নিতে পারে না। এর মধ্যে রয়েছে আকীদার মূলনীতি, ইবাদাতের নিদর্শন, শরীআত মুতাবিক ফায়সালা করা এবং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে আল্লাহর পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুম ছাড়া অন্য কোনো বিধানের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা এক ধরনের শিরক যা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক থেকে কোনো অংশে কম নয়।–আল্লামা দোসারীর আজয়েবাতুল মুফীদাহ বই থেকে সংকলিত।

১১শ প্রশ্ন ঃ আমরা কিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবো ?

উত্তর ঃ আমরা আনুগত্য ও হুকুম পালনের মাধ্যমে তাঁদেরকে ভালোবাসবো।

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○- ال عمران : ٣١

"আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ করো। এতে করে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

"তোমাদের কেউ আমাকে তার পিতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালো না বাসলে মু'মিন হতে পারবে না।"–বুখারী ও মুসলিম

১২শ প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার শর্তগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ এ ভালোবাসার শর্ত অনেক এর। গুরুত্বপূর্ণগুলো হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা ভালোবাসেন ও পসন্দ করেন সেগুলোকে ভালোবাসা।

২. তাঁরা যা অপসন্দ করেন ও যাতে অসন্তুষ্ট হন তা প্রত্যাখ্যান করা।

৩. তাঁদের বন্ধুদেরকে ভালোবাসা এবং শত্রুদেরকে ঘৃণা করা।

৪. তাঁদেরকে সাহায্য করা এবং তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী চলা।

যারা এ সকল বিষয়ে বিরোধিতা করে সে তাঁদের ভালোবাসার মিথ্যা দাবীদার। তাদের ব্যাপারে কবির নিম্নোক্ত চরণ প্রযোজ্য ঃ

"যদি তোমার ভালোবাসা সত্য হয় তাহলে তুমি তার আনুগত্য করবে। কেননা, প্রেমিক প্রেমিকার অনুগত হয়।"–আযয়েবাতুল মুফীদাহ বই থেকে সংকলিত।

১৩শ প্রশ্ন ঃ কাকে বিনয় ও ভয়ের সাথে ভালোবাসতে হবে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া বিনয় ও ভয়ের সাথে আর কাউকে ভালোবাসা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط - البقرة : ١٦٥

"মানুষের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে শরীক ও সমকক্ষ বানায় আর তাদেরকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে। অথচ যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহকেই সর্বাধিক ভালোবাসে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৫

তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান

১ম প্রশ্ন ঃ তাকদীরের যুক্তি দেয়া কি জায়েয আছে ?

উত্তর ঃ বিপদে তাকদীরের যুক্তি দেয়া জায়েয আছে। কেননা, তা আল্লাহ্র ফায়সালা ও ভাগ্য লিখনের ফল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط - التغابن : ١١

"আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কোনো বিপদ-মুসীবত আসে না।"
–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১১

ইবনু আব্বাস 'ইয্ন' শব্দের অর্থ করেছেন, আল্লাহ্র ফায়সালা ও ভাগ্য লিখন।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجِزْ فَاِنْ اَصَابَكَ شَيْئٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ .... كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -

"যা তোমার জন্য উপকারী সে বিষয়ে আগ্রহী হও, আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করো, অক্ষম ও দুর্বল হয়ো না। যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে, একথা বলো না যে, যদি আমি এটা এটা করতাম .... তাহলে এটা এটা হতো। বরং এটা বলো, আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। 'যদি' শব্দটি শয়তানের রাস্তা খুলে দেয়।"–মুসলিম

গুনাহ ও পাপের ব্যাপারে তাকদীরের যুক্তি প্রদর্শন মুশরিকী স্বভাব।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلاَ اٰبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْئٍ ط - الانعام : ١٤٩

"মুশরিকরা শীঘ্রই বলবে, আল্লাহ চাইলে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষেরা কেউ শিরক করতাম না এবং কোনো জিনিসকে হারামও করতাম না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪৯

তাকদীরের যুক্তি প্রদর্শন দু ধরনের লোকের কাজ। হয় অন্ধ অনুসারী মূর্খ কিংবা বিদ্বেষী কাফের। সে নিজ দাবীর ক্ষেত্রে সবিরোধী। তার উপর কেউ আগ্রাসন করেছে একথা সে গ্রহণ করে না। তারপর বলে, এটা আল্লাহর ভাগ্য লিখন। আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদেরকে কিতাব দিয়েছেন যেন তাঁরা মানুষকে কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ বাতলায়। মানুষকে আল্লাহ বিবেক ও চিন্তাশক্তি দিয়েছেন এবং তাদেরকে হেদায়াত ও গোমরাহীর পথ জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝ - الدهر : ٣

"আমরা তাকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে শোকরগুযার হবে, না হয় কাফের হবে।"–সূরা আদ দাহর ঃ ৩

আল্লাহ বলেন ঃ

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

"অতপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জন্য জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে সে সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"–সূরা আশ শামস ঃ ৮-১০

মানুষ যদি নামায ছেড়ে দেয় কিংবা মদ পান করে তাহলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করার জন্য শাস্তির যোগ্য হবে এবং তার তাওবা করার প্রয়োজন হবে। তখন তাকদীরের যুক্তি প্রদর্শন করে কোনো লাভ হবে না।

২য় প্রশ্ন ঃ আমরা কি আমল ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র তাকদীরের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকবো ?

উত্তর ঃ আমরা আমল ছেড়ে দেবো না। কেননা, আল্লাহ বলেছেন–

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝

"যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকাজে বিশ্বাস করে, আমরা সহসাই তার জন্য সৎকাজ সহজতর করে দেব।"

–সূরা আল লাইল ঃ ৫-৭

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ ـ

"তোমরা আমল করো, যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে।"—বুখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ "সবল ও শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মু'মিনের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়। সকলের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যে জিনিসে তোমার কল্যাণ হয় সেই জিনিসের প্রতি আগ্রহী হও। আল্লাহর সাহায্য চাও এবং অক্ষম হয়ো না। কোনো বিপদ আসলে একথা বলো না যে, যদি আমি এই এই করতাম .... তাহলে এই এই হতো। বরং এরূপ বলো ঃ আল্লাহ যা ভাগ্যে রেখেছেন এবং তিনি যা চান তা-ই করেন। কেননা, 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের রাস্তা খুলে দেয়।"—(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়

যে মু'মিনকে আল্লাহ ভালোবাসেন সে শক্তিশালী মু'মিন। সে আমল করে, নিজ কল্যাণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়, একমাত্র আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়। তারপর যদি তার কাছে মন্দ জিনিস আসে তাহলে সে লজ্জিত হয় না। বরং সে আল্লাহর ভাগ্যলিপির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَسَىٰٓ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰٓ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ـ البقرة : ٢١٦

"এমন হতে পারে তোমরা যে জিনিসকে অপসন্দ করবে তাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। আর যে জিনিসকে পসন্দ করবে তাতে তোমাদের অকল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"
—সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬

৩য় প্রশ্ন ঃ বিপদ-মুসীবত নাযিলের হিকমত কি ?

উত্তর ঃ মানুষ যখন শক্তিশালী হয় তখন সে অন্যায় ও অহঙ্কার করে এবং বিশ্বাস করে যে, সে কোনো কিছুর সামনে পরাজিত হবে না। পক্ষান্তরে যখন সে দুর্বল হয়, তখন তার নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়

এবং বিপদ ঘনীভূত হতে দেখে তখন তার কোনো শক্তি থাকে না। তখন সে নিজের আসল অবস্থা বুঝতে পারে এবং তার গর্ব-অহঙ্কার ও হামবড়ায়ী ভাব দূর হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহর কাছে এ বিশ্বাস সহকারে আশ্রয় নেয় যে, একমাত্র আল্লাহই তাকে উদ্ধার করবেন এবং তিনি ছাড়া আর সবকিছুই ধূলার মতো উড়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰبِجَانِبِهٖ ج وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ ○ - حم السجدة : ٥١

"আমরা যখন মানুষকে নেয়ামত দেই, তখন সে বিরত থাকে এবং দূরে সরে যায়। আর যখন তার কাছে কোনো মন্দ বা বিপদ আসে তখন সে লম্বা দোআ শুরু করে।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৫১

সুন্নাহ ও বেদআহ

১ম প্রশ্ন ঃ দীনে কি কোনো বেদআতে হাসানাহ বা উত্তম বেদআহ আছে ?

উত্তর ঃ দীনের মধ্যে উত্তম বেদআহ বলতে কিছু নেই।

আল্লাহ বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ط - المائدة : ٣

"আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পন্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"-সূরা আল মায়েদা ঃ ৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ -

"তোমরা দীনের মধ্যে নতুন বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, প্রত্যেক নতুন বিষয় বেদআহ, প্রত্যেক বেদআহ গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।"-নাসাঈসহ অন্যান্যরা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২য় প্রশ্ন ঃ দীনের মধ্যে বেদআহ কি ?

উত্তর ঃ দীনের মধ্যে বেদআহ বলতে বুঝায় এমন কাজ যার পক্ষে শরীআতের কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ মুশরিকদের বেদআতের নিন্দা করে বলেছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط

"তাদের কি এমন অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য এমন আইন-বিধান তৈরি করেছে যে সম্পর্কে আল্লাহর কোনো আদেশ নেই।"
-সূরা আশ শূরা ঃ ২১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ

"যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে এমন কিছু যোগ করে যা তাতে নেই, তা অগ্রহণযোগ্য।"–বুখারী, মুসলিম

৩য় প্রশ্ন ঃ বেদআতের শ্রেণী বিভাগ কি ?

উত্তর ঃ বেদআহ বহু প্রকার ঃ

১. কুফরী বেদআহ ঃ যেমন, মৃত কিংবা অদৃশ্য লোকের কাছে দোআ করা ও সাহায্য চাওয়া। যেমন, এরূপ বলা, 'হে অমুক ! আমাকে সাহায্য করো।'

২. হারাম বেদআহ ঃ যেমন, আল্লাহর কাছে মৃত ব্যক্তিদেরকে উসিলা বানানো, কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া, কবরে মান্নত মানা ও কবরে ঘর তৈরি করা ইত্যাদি।

৩. মাকরূহ বেদআহ ঃ জুমআর নামাযের পর জোহরের নামায পড়া এবং আযানের পর জোরে জোরে দরূদ ও সালাম পাঠ করা।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ ইসলামে কি সুন্নাতে হাসানাহ বা উত্তম সুন্নাহ আছে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ইসলামে উত্তম সুন্নাহ আছে যার মূল প্রমাণিত আছে। যেমন সদকাহ করা।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ ـ

"যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম সুন্নাহ বা ভালো নিয়ম প্রচলন করে, তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব এবং পরে যারা এর উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব। কিন্তু এর ফলে তাদের সওয়াব হ্রাস করা হবে না।"–মুসলিম

৫ম প্রশ্ন ঃ যুহ্দ (দুনিয়ার প্রতি লোভহীনতা)-এর মূল কথা কি ?

উত্তর ঃ মুসলমান যেন দুনিয়াকে চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ না করে কিংবা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য না দেয় এবং দুনিয়াতে গর্ব-

অহঙ্কার ও প্রাচুর্যকে অগ্রাধিকার না দেয়। বরং তার কাজের লক্ষ্য হবে আল্লাহর দীনের সাহায্য করা এবং আখেরাতের সাফল্যের চেষ্টা করা। এ চেষ্টার মধ্যে আল্লাহর পথে সকল প্রকার জিহাদ এবং আল্লাহ ও সৃষ্টির সাথে তার উত্তম ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত হবে।

যুহ্দ মানে এমন বৈরাগ্য নয় যে, সকল কাজ-কর্ম থেকে দূরে থেকে এবং জীবনের সকল কিছু থেকে বিরত থেকে দরবেশী জিন্দেগী যাপন করবে। বরং এ জাতীয় জীবন মূর্তি পূজারীদের ব্যর্থতার পরিচায়ক। এটাকে যুহদ বলা জায়েয হবে না। বরং তা হচ্ছে, কাপুরুষতা, নফসের দুর্বলতা এবং মানবিক শক্তি ও প্রতিভার বিলোপ সাধন করা। এটা পীরদের খুব মন্দ বেদআহ যা মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ শিক্ষাগ্রহণ এবং দীন ও দীনি পয়গামকে নিয়ে সামনে অগ্রসর না হওয়ার ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে। ফলে বাতিলপন্থীরা তাদের ঘরে আগ্রাসন চালিয়ে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।-(আযয়েবাতুল মুফীদাহ বই থেকে সংক্ষেপিত)

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ অন্ধ অনুসরণের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ দীনের মৌলিক বিষয় এবং তাওহীদের ক্ষেত্রে অন্ধ অনুসরণ জায়েয নেই। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে নবীর আনীত দীনকে যথার্থভাবে বুঝা ওয়াজিব এবং সলফে সালেহীন বা অতীতের বুযুর্গদের আকীদাহ বুঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন। তবে শাখা মাসআলার ক্ষেত্রে যে কোনো এক সুন্নী মাযহাবকে অনুসরণ করা জায়েয। সুনির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ জরুরী নয়। তবে এজন্য শর্ত হলো, রুখ্সত জাতীয় জিনিসগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা যাবে না। আলেমদের উচিত, যে কোনো মাসআলার দলীল অন্বেষণ করা এবং মাযহাবী মথপার্থক্যের ক্ষেত্রে কোন্ মতটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীর অধিক নিকটবর্তী তা আঁকড়ে ধরার জন্য আগ্রহী হওয়া। কেননা, সকল ইমামই বলেছেন, যদি হাদীস সহীহ হয় তবে সেটাই আমার মাযহাব।-(সাবেক উৎস)

ইসলামী শিক্ষা ও উপকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

১ম প্রশ্ন ঃ ইসলামী শিক্ষা এবং শিল্প ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে জানার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ ইসলামী শিক্ষা দু প্রকার। এক প্রকার শিক্ষা এমন যে, তাছাড়া আকীদা ও ইবাদাত বিশুদ্ধ হবে না। তা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা হচ্ছে এমন যা বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করে। যেমন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা, সূক্ষ্ম মাসআলা, ফেকার মূলনীতি বিদ্যা এবং হাদীসের পরিভাষা বিদ্যা ইত্যাদি। এ জাতীয় জ্ঞান ফরযে কেফায়াহ। কিছু লোক তা আনজাম দিলে অন্যদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

তবে শিল্প ও জরুরী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জ্ঞান ফরযে কেফায়াহ। যদি কোনো সুনির্দিষ্ট মুসলমানের তা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তার জন্য তা শিক্ষা লাভ করা ফরয। শাসকগণ কোনো নির্দিষ্ট দলকে বিশেষ কোনো জ্ঞান শিক্ষার জন্য বাধ্য কিংবা বিশেষ কোনো পেশাদার ব্যক্তিকে পেশা থেকে বিরত না থাকতে এবং তাকে কাজ করতে বাধ্য করতে পারেন। এছাড়াও তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ থেকে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে উৎসাহিত করতে পারেন। প্রত্যেক মুসলিম কর্মীর আবিষ্কারের চেষ্টা করা এবং সকল পদার্থকে সজ্জিত ও অনুগত করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপদেশের ভিত্তিতে দীনের সম্মান ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি, যমীনে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা এবং আগ্রাসীদেরকে নির্মূল করার জন্য তৎপর হওয়া উচিত।–(দোসারীর বই থেকে সংক্ষেপিত)

মুক্তিপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল

১ম প্রশ্ন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল হচ্ছে যারা রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا س - ال عمران : ١٠٣

"তোমরা আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধর এবং তাতে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَانَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلاَّ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ -

"বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে সবাই জাহান্নামে যাবে একটি দল ছাড়া। আর সে দলটি আমাকে এবং আমার সাহাবীদেরকে অনুসরণ করবে।"–তিরমিযী, আলবানী একে সহীহ্ বলেছেন।

২য় প্রশ্ন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের লক্ষণ কি ?

উত্তর ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল হচ্ছে, স্বল্প লোক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ - سبا : ١٣

"আল্লাহর শোকর গুযার বান্দাহর সংখ্যা কম।"–সূরা সাবা ঃ ১৩

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদের প্রশংসায় বলেছেন ঃ

طُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ : اُنَاسٌ صَالِحُوْنَ ، فِيْ اُنَاسٍ سُوْءٍ كَثِيْرٍ ، مَنْ يَّعْصِيْهِمْ اَكْثَرَ مِمَّنْ يُطِيْعُهُمْ -

"নবাগত (মুসলমানদের) জন্য সুখবর ! অগণিত পাপী লোকের মধ্যে তারা হচ্ছে নেক লোক। তাদের আনুগত্যকারীদের চেয়ে নাফরমানের সংখ্যা বেশী।"–আহমাদ

৩য় প্রশ্ন ঃ সাহায্যপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُوْنَ وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ -

"আমার উম্মতের একটি দল সত্যের জন্য লড়াইরত অবস্থায় অব্যাহত বিজয়ী হবে ; তারা হচ্ছে, জ্ঞানীর দল।"-বুখারী, কিতাবুল এ'তেসাম

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন ঃ

لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ حَتّٰى يَاْتِيَهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

"আমার উম্মতের একটি দল অব্যহতভাবে বিজয়ী হতে থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর আদেশ আসে এবং তারা হচ্ছে বিজয়ী।"–বুখারী

১. ইবনে হাজার সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ জেরুজালেমের একটি দল শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার শক্তি অর্জন করবে।–ফাতহুল বারী

২. ইমাম নববী বলেছেন ঃ ঐ সম্প্রদায়টি মু'মিনদের বিভিন্ন দলের নাম যাতে সাহসী, যুদ্ধে পারদর্শী, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎকাজের প্রতিরোধকারী, দুনিয়া ত্যাগী, আবেদ ইত্যাদী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদের এক দেশে একত্রে থাকা জরুরী নয়। তারা এক দেশে যেমন একত্রিত হয়ে থাকতে পারে আবার বিভিন্ন দেশেও পৃথক পৃথকভাবে থাকতে পারে।

৩. ইবনুল মোবারক বলেছেন ঃ তারা আমার কাছে হাদীসের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

৪. মূল কথা হলো, সাহায্যপ্রাপ্ত দল বলতে বুঝায় যারা হাদীস মানে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর অন্য কারোর কথা ও কাজকে অগ্রাধিকার দেয় না। তারা আল্লাহর এ আয়াতের উপর আমল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ - الحجرت : ١

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর কোনো কিছুকে অগ্রাধিকার দেবে না।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১

৪র্থ প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা কখন বিজয় লাভ করবে ?

উত্তর ঃ মুসলমানরা যখন আল্লাহর কুরআন এবং তাদের নবীর হাদীস কায়েম করবে, আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার করবে, সকল ধরনের শিরকের

বিরুদ্ধে সতর্ক করবে এবং তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখনই তারা বিজয় লাভ করবে।

১. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ـ محمد : ٧

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে মযবুত করে দেবেন।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭

২. আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন, যেভাবে তাদের আগের জাতিসমূহকেও খেলাফত দান করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই তাদের জন্য মনোনীত দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না।"–সূরা আন নূর ঃ ৫৫

৩. আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ ـ الانفال : ٦٠

"তোমরা যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ করো।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৬০

৪. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ ـ

"জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তীর নিক্ষেপের মধ্যেই শক্তি নিহিত রয়েছে।"
–মুসলিম

কবর যেয়ারত, শাস্তি ও শাস্তি

১ম প্রশ্ন ঃ কবর যেয়ারতের হুকুম কি ? আমরা কেন কবর যেয়ারত করি ?

উত্তর ঃ কবর যেয়ারত সর্বদা মুস্তাহাব। এর রয়েছে অনেক উপকারিতা ও নিয়ম-কানুন।

১. এতে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় এবং নসীহত। জীবিত লোকেরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারাও মৃত্যুবরণ করবে। ফলে তারা আমলের জন্য প্রস্তুত হবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا ـ

"তোমাদেরকে আমি কবর যেয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যেয়ারত করো।"–মুসলিম

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ

فَانَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْاٰخِرَةِ ـ

"এটা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

–আহমাদ প্রমুখ

২. আমরা মৃতদের ক্ষমার জন্য দোআ করি। আমরা আল্লাহ ছাড়া তাদের কাছে দোআ করি না। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামকে কবরস্থানে প্রবেশের সময় এ দোআটি শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

"হে কবরবাসী মু'মিন মুসলমানগণ ! তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো। আমি আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা চাই।"–মুসলিম

৩. কবরের উপর না বসা এবং সে দিকে মুখ করে নামায না পড়া।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا ـ

"কবরের উপর বস না এবং সেদিকে মুখ করে নামায পড়ো না।" —মুসলিম

৪. কবরে কুরআন না পড়া এবং এমন কি সূরা ফাতেহাও নয়।

নবী (স) বলেন ঃ

لاَتَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ـ

"তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিও না। শয়তান সে ঘর থেকে ভাগে যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়।"—মুসলিম

এ হাদীস প্রমাণ করে, কবর কুরআন পড়ার স্থান নয়। বরং ঘরই হচ্ছে কুরআন পড়ার স্থান। রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নেই যে, তাঁরা মৃতদের জন্য কুরআন পড়েছেন, বরং তারা দোআ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) মৃতের দাফন শেষে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ

اِسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ اَلاٰنَ يُسْاَلُ ـ

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য গুনাহ্ মাফ চাও এবং তাকে ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য দোআ কর। তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"—হাকেম

৫. কবরে ফুল না দেয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবায়ে কেরাম এ কাজ করেননি। বরং এটা হচ্ছে, খৃষ্টানদের অনুসরণ। আমরা যদি ফুল কেনার পয়সা গরীবদেরকে দান করি তাহলে মৃত ব্যক্তি তা থেকে উপকৃত হবে।

৬. কবরের উপর দালান-কোঠা, ইমারত ও ঘর তৈরি না করা। হাদীসে এসেছে ঃ

نَهَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُّبْنَى عَلَيْهِ ـ

"রাসূলুল্লাহ (স) কবর পাকা করা এবং তাতে দালান-কোঠা ও ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।"—মুসলিম

৭. হে মুসলিম ভাই ! মৃতদের কাছে দোআ ও সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন। কেননা, তা বড় শিরক। মৃত ব্যক্তি কোনো জিনিসের মালিক নয় যে, চাইলেই দিতে পারে। একমাত্র আল্লাহর কাছেই চান, তিনি শক্তিশালী ও দোআ কবুলকারী।

২য় প্রশ্ন ঃ কবরের শাস্তি ও শাস্তির প্রমাণ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۚ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۚ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○ المؤمن : ٤٥ـ٤٦

"ফেরাউনের গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করলো। সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে প্রবেশ করাও।"–সূরা মু'মিন ঃ ৪৫-৪৬

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ

"আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে মযবুত বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন দুনিয়া এবং পরকালে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

"তোমাদের কেউ মারা গেলে তার কাছে প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় তার ঠিকানা পেশ করা হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাতের অধিবাসী এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের অধিবাসী। তারপর তাকে বলা হবে এই হচ্ছে, তোমার ঠিকানা যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তোমাকে কিয়ামতের দিন পুনরায় উঠাবেন।"–বুখারী ও মুসলিম

৩য় প্রশ্ন ঃ কবরে মানুষের প্রতি যেসব প্রশ্ন করা হবে সেগুলো কি ?

উত্তর ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, মু'মিনের কাছে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবে এবং জিজ্ঞেস করবে ঃ

১. তোমার রব কে ? সে উত্তর দেবে, আমার রব আল্লাহ্।

২. তোমার দীন কি ? সে বলবে, আমার দীন হচ্ছে ইসলাম।

৩. তোমাদের কাছে প্রেরিত ব্যক্তিটি কে ? সে বলবে, তিনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল।

৪. তোমার আমল কি আছে ? সে বলবে ঃ আমি কুরআন পড়েছি। এর উপর ঈমান এনেছি এবং তা বিশ্বাস করেছি।

তারপর আসমান থেকে একজন আওয়াজদানকারী ডেকে বলবেন, আমার বান্দাহ্ সত্য বলেছে, তাকে জান্নাতের বিছানায় শুইয়ে দাও। জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে একটি দরযা খুলে দাও। ফলে তার কাছে জান্নাতের সুঘ্রাণ আসতে থাকবে এবং তার চোখের দৃষ্টি সীমানা পর্যন্ত তার কবরকে সম্প্রসারিত করা হবে।

কাফের ব্যক্তির কাছেও দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবে এবং বলবে ঃ

১. তোমার রব কে ? সে বলবে ঃ হায়! হায়! আমি জানি না।

২. তোমার দীন কি ? সে বলবে ঃ হায় ! হায় ! আমি জানি না।

৩. তোমাদের প্রতি প্রেরিত লোকটি কে ? সে বলবে ঃ হায় ! হায় ! আমি জানি না।

তখন আসমান থেকে একজন আওয়াজদানকারী বলবেন ঃ আমার বান্দাহ্ মিথ্যুক। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, জাহান্নামের দিকে একটি দরযা খুলে দাও। তখন জাহান্নামের তাপ ও বিষাক্ত বাতাস আসতে থাকবে। তারপর তার কবরকে এতো সংকীর্ণ করা হবে যে, তার পাঁজরের হাড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"-আহমাদ, আবু দাউদ, আলবানী একে সহীহ্ বলেছেন।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা কি জায়েয আছে ?

উত্তর ঃ কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নেই। বিশেষ করে বরকত হাসিল এবং কবরবাসীর কাছে দোআ চাওয়ার উদ্দেশ্যে সফর করা মোটেই জায়েয নেই। সে কবর অলী বা নবী-রাসূলেরও হোক না কেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج - الحشر : ٧

"আর তোমাদের কাছে রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।"–সূরা হাশর ঃ ৭

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى -

"তিন মসজিদ ছাড়া সফরের উদ্দেশ্যে উটের পিঠে সামান বাঁধবে না। সে মসজিদগুলো হচ্ছে, মসজিদে হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।"–বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসের উপর আমল করার লক্ষ্যে মদীনা সফরের নিয়ত হতে হবে মসজিদে নববীর যেয়ারত, কবর যেয়ারত নয়। কেননা, মসজিদে নববীর নামায অন্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ উত্তম। মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর দুই সাথী আবু বকর ও ওমর (রা)-এর উপর সালাম দেবো। মসজিদে হারাম সফরের নিয়ত করা যাবে। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত নামায অন্য মসজিদের তুলনায় ১ লাখ গুণ বেশী উত্তম।

৫ম প্রশ্ন ঃ মু'মিন ও কাফেরের লক্ষ্য কি ?

উত্তর ঃ মু'মিনের জীবনের লক্ষ্য হবে তার স্রষ্টা মাবুদকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করা। আর এর মাধ্যম হবে নেক আমল এবং আল্লাহর আদেশের আনুগত্য।

আল্লাহ বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ - المائدة : ٣٥

"হে মু'মিনগণ ! আল্লাহকে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তার উসিলা তালাশ করো এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো, সম্ভবত তোমরা সফল হবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৫

কাতাদাহ্ উসিলা শব্দের অর্থ বলেছেন ঃ তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনকারী আমল করে তার নৈকট্য লাভ করো।"-তাফসীরে ইবনে কাসীর-২য় খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা।

কাফের নিজের উপস্থিত আনন্দ-ফূর্তির জন্য জীবন যাপন করে এবং শেষ পরিণতির বিষয়ে উদাসীন থাকে। সে হচ্ছে পশুর মতো।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ○

"আর যারা কাফের তারা আনন্দ-ফূর্তি করে এবং পশুর মতো খাওয়া-দাওয়া করে। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।"-সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১২

আল্লাহর প্রতি দাওয়াত এবং মুসলমানদের বিশেষ করে আরবদের কর্তব্য

১ম প্রশ্ন ঃ আল্লাহর প্রতি দাওয়াত এবং ইসলামের জন্য কাজ করার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যে সকল মুসলমানকে আল্লাহ কুরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাতের উত্তরাধিকার দান করেছেন, তাদের জন্য এ কাজ জরুরী। সকল মুসলমানের উপরই ইসলামের দাওয়াত দেয়া ফরয।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ النحل : ١٢٥

"তোমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর নসীহতের মাধ্যমে ডাক।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط ـ الحج : ٧٨

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যথার্থভাবে জিহাদ করতে থাক।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮) অর্থাৎ জিহাদ হচ্ছে ফরয।

প্রত্যেক মুসলমানের সকল প্রকার জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনো সামর্থবান মুসলমান যেন তা থেকে বাদ না যায়। বিশেষ করে যে যামানায় মুসলমানদের ইসলামের জন্য আমল, আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার প্রয়োজন রয়েছে, সে যামানায় তা প্রত্যেক মুসলমানের কাঁধে আবশ্যকীয় ফরয। তাতে ত্রুটি করলে কিংবা তা থেকে দূরে থাকলে অবশ্যই গুনাহ হবে।–(দোসারীর আজয়েবাতুল মুফীদা বই থেকে সংকলিত)

২য় প্রশ্ন ঃ শুধু কি নিজের সংশোধনই যথেষ্ট ?

উত্তর ঃ প্রথমে নিজের আত্মার সংশোধন জরুরী। তারপর অন্য লোকের সংশোধনের কাজ শুরু করতে হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ ـ ال عمران : ١٠٤

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ করবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ -

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো খারাপ কাজ দেখবে সে যেন শক্তি প্রয়োগ করে তা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তা না পারে তবে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে। আর যদি তাও না পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হচ্ছে খুবই দুর্বল ঈমান।"–মুসলিম

৩য় প্রশ্ন ঃ মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষ করে আরবদের দায়িত্ব কি ?

উত্তর ঃ আরব মুসলমানরাই প্রথমে ইসলামের ঝাণ্ডা বহন করেছে। কুরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। ইসলাম কায়েম হলে মুসলিম উম্মাহই হবে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ।

আরব ও মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে ঃ

১. ইসলামকে আকীদা, ইবাদাত, শরীআত ও শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য জাতিসমূহকেও এ দিকে দাওয়াত দিতে হবে।

২. ইসলাম বিরোধী ধ্বংসাত্মক মতবাদ যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতা, যালেম পুঁজিবাদ, নাস্তিক কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্র এবং ইহুদী ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনকে গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোনো খোঁড়া যুক্তির ভিত্তিতে অনুপ্রবেশকৃত মতবাদের অংশ বিশেষকেও বাস্তবায়ন করা যাবে না অথবা দেশ ও বস্তুকে সকল কিছুর চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা যাবে না। ফলে দীনের স্থান শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, এরূপ মতবাদ দেশের ভেতরে সফল হয়েছে তাহলে এখন অনুরূপ করলে, অর্জিত জিনিস পুনরায় অর্জনের চেষ্টার শামিল হবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর পয়গামের মুকাবিলায় এবং জাতিসমূহ ও পৃথিবীবাসীর নেতৃত্ব থেকে সে পয়গামকে দূরে রাখার কারণে এটা বিরাট ক্ষতি। এর ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলমানদের মধ্যকার ভালোবাসা এবং আত্মিক সম্পর্ক

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যান্য দেশ দীনের প্রতি উদাসীন এবং নিজ সমস্যা থেকে বিরত আরব মুসলমানদেরকে এর খারাপ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করবে। ফলে তারা মুসলিম বিশ্বে দীনের কারণে বিদ্যমান আত্মিক মর্যাদা হারাবে। হারাবে আত্মিক সংহতি। তারা লক্ষ লক্ষ মুসলমান হতে দূরে সরে যাবে এবং দীনকে বাস্তবায়ন করলে যতটুকু লাভবান হতো তা ছেড়ে দেয়ার কারণে সংখ্যালঘু লোকদের থেকে ততটুকু লাভবান হতে পারবে না।"-(সাবেক সূত্র)

৪র্থ প্রশ্ন ঃ জীবনে সত্যিকার চলার পথ কি ?

উত্তর ঃ জীবনে সত্যিকার চলার পথ হচ্ছে, সে সহজ-সরল রাস্তা যা আল্লাহ্ ফরয করেছেন এবং রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম তা অনুসরণ করেছেন। ইসলামকে আমরা সত্যিকার ও বিশুদ্ধ শিক্ষা ও প্রাণশক্তি সহকারে গ্রহণ করবো এবং অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবো। যারা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে এবং সে জন্য বর্ণ, জাতীয় কিংবা পার্থিব লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদেরকে উপনিবেশবাদী সংস্কৃতি উপহার দিয়েছে আমরা তাদেরকে বন্ধু বানাবো না। আমরা ইসলামী শিক্ষা থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হবো না। আমরা আল্লাহর কারণেই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করবো এবং ইসলামের বিনিময়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কাউকে বন্ধু বা শত্রু বানাবো না। আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম ভাইদের পাশে সাহায্য ও প্রতিরক্ষাকারী হিসেবে শিশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুতভাবে দাঁড়াবো এবং যারা তাদেরকে অপমান করে, কষ্ট দেয় এবং তাদের জীবন ধারণকে সংকীর্ণ করে তোলে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবো। এভাবে শত্রুদেরকে অপমানিত করার আগ পর্যন্ত আমাদের আওয়াজ বুলন্দ থাকবে। আমরা দীন থেকে বেদআত এবং রাজ নৈতিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন পরিপন্থী তরীকার মাধ্যমে বিদ্যমান বিভেদ উৎখাতের জন্য এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবো। আমরা দীনের বাইরে ঐক্য ও ঐক্যের আশাবাদের শ্লোগানে ধোঁকা খাবো না। ইসলাম বহির্ভূত ইংরেজদের পোষ্য পুত্রসহ সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্যান-ধারণা হচ্ছে প্রকাশ্য মিথ্যা ও বানোয়াট এবং কল্পনার ফানুস মাত্র। এগুলোর বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে সুবিধাবাদী। আর এটাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতা যা বস্তুগত মূর্তিপূজার ভিন্ন নাম মাত্র। এর মধ্যে তারা সকল মন্দ গুণাবলী জমা করেছে। দীনে হানীফ তথা ইসলামকে কায়েম করা ছাড়া সুবিধা ও স্বার্থবাদকে দূর করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

"আমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হই, আল্লাহর চেয়ে উত্তম রং কার ? আর আমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৮

আল্লাহর শপথ ! মুসলিম ও আরবদের জন্য বস্তুবাদী ইউরোপের পাশ্চাত্যমুখী চিন্তা-ভাবনা গ্রহণ করা শোভা পায় না। এটা মুসলমানদের মর্যাদা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পয়গামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা তাদেরকে যমীনে রাব্বানী শিক্ষকের মর্যাদা থেকে না বুঝে দুর্বল ও ফকীর ছাত্রের মর্যাদায় নামিয়ে দেবে। অথচ তারাই হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াতের অনুসারী এবং গোটা দুনিয়াকে এর আলোকে পরিচালনাকারী। এটা হচ্ছে ভিন্ন জাতির কাছে নিজ সত্তাকে বিলিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদাকে বিনষ্ট করা। কেননা তারা ঐ সকল ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ও জাতির চিন্তাধারার সাথে মিশে যাবে। তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব এবং নেতৃত্ব ও মর্যাদা থেকে বাইরে অবস্থান করবে। এ কারণেই আল্লাহ আমাদেরকে অন্য কোনো জাতির নিদর্শন, শ্লোগান এবং পোশাক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে এ উম্মাহ ছোট ও বড় বিষয়সমূহের মধ্যে আপন মর্যাদাচ্যুত না হয়।"–(সাবেক সূত্র)

পুরাতন ও বর্তমান জাহেলিয়াত

১ম প্রশ্ন ঃ জাহেলিয়াত কি অতীত যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল, না কি লোকদের মধ্যে বর্তমানেও নতুন রূপে দেখা দেয় ?

উত্তর ঃ জাহেলিয়াত কোনো যুগের মধ্যে সীমিত নয় এবং তা অতীত যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগে আরো বেড়ে চলেছে। এর রয়েছে বিশেষ কিছু রূপরেখা যা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যেক উম্মত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে এবং প্রত্যেক বিষয়ে নিজ খাহেসের দাসত্ব করেছে। বর্তমান যুগের জাহেলিয়াত অতীতের সকল যুগের জাহেলিয়াত অপেক্ষা ভয়াবহ ও কঠিন। কেননা, তা নেয়ামত অস্বীকার, স্রষ্টাকে না মানা, দীন ও শরীআতকে প্রত্যাখ্যান এবং এর ইয্যত-সম্মানকে হেয় করা ও আক্রমণ করা এবং গুনাহ, অন্যায় ও অশ্লীল কাজকে সুন্দর করার জন্য উৎসাহিত করে। বর্তমান জাহেলিয়াত আত্মমর্যাদাবোধ ও লজ্জা এমনভাবে বিদায় দিয়েছে যা আবু জেহেল ও আবু লাহাবসহ অতীতের কোনো জাহেলিয়াতেও অনুরূপ ছিল না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সীমানা থেকে বিদ্রোহী হয়ে দূরে অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান থাকবে এবং আল্লাহর আদেশ ও তাঁর শরীআত অনুযায়ী শাসন করা পর্যন্ত তারা শাস্তির যোগ্য হবে।

শিয়াদের আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা

১ম প্রশ্ন ঃ আপনি শিয়া (রাফেযী) সম্পর্কে কি জানেন ?

উত্তর ঃ শিয়ারা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলমানদের বিরোধিতা করে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. কুরআন সম্পর্কে তাদের মত হলো, এতে কম-বেশ রয়েছে এবং কিছু সূরা ও আয়াতে বিকৃতি রয়েছে।

২. হাদীস সম্পর্কে তারা বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস মানে না।

৩. তাওহীদের বিরোধিতা ঃ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোআ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য মান্নত ও যবেহ করে। তাদের মতে, অলী, কুতুব ও নবী পরিবারের বিশেষ শক্তি রয়েছে এবং তারা জগত পরিচালনা করে। পীরেরা তাদের কাছ থেকে ঐ সকল ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণ করেছে।

৪. গায়েবের জ্ঞান ঃ তাদের মতে তাদের নিষ্পাপ ইমামরা গায়েব সম্পর্কে জানে। কিন্তু নবী গায়েব সম্পর্কে জানার অধিকার রাখেন না। তাদের ইমাম শীঘ্রই সারদার থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তার সকল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে এবং শিয়াদের অপহরণকৃত অধিকার ফিরিয়ে আনবে।

৫. শরীআত ও হাকীকত ঃ তারা মনে করে শরীআত হচ্ছে নবীর আনীত হুকুম যা সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য। হাকীকত এবং আল্লাহর বিশেষ জ্ঞান নবী পরিবারের ইমামরা ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। তাদের ইমামদের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েম হতে পারে না। দুঃখের বিষয় যে, তাদের এ সকল ধ্বংসাত্মক ধারণাই পীরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

৬. তারা আবু বকর ও ওমর সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) ঐ দুজনকে জান্নাতের সুখবর দিয়েছেন।

৭. তাদের মতে হযরত আলীই ছিলেন খলীফা হওয়ার হকদার, অন্য যারা খলীফা হয়েছেন, তারা যালেম ও কাফের।

৮. অপবাদ ঃ তারা হযরত আয়েশা (রা)-কে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। অথচ কুরআন তাঁকে এ ব্যাপারে নিষ্পাপ ঘোষণা দিয়েছে।

৯. ইবাদাতে পার্থক্য ঃ তারা আযান, নামাযের পদ্ধতি ও সময়ের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরোধিতা করে।

১০. তাকিয়াহ ঃ শিয়ারা লোকের ভয়ে কখনও নিজেদের আকীদা গোপন রাখে।"–মুহিব্বুদ্দীন খতীবের লেখা 'আল খুতুতুল আরীদাহ' বই দ্রষ্টব্য।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

- আকীদা হচ্ছে সকল আমলের চাবিকাঠি। আকীদা ঠিক না থাকলে কোনো ইবাদাতই কবুল হবে না। আকীদার উপরই একজন মুসলমানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ভরশীল।
- তাওহীদ হচ্ছে আকীদার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। শিরক ও বিদআত হচ্ছে আকীদার পরিপন্থী।
- আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তাওহীদেরই অংশ বিশেষ। আরশে অবস্থান আল্লাহর অন্যতম গুণ।
- আল্লাহর আইন ও শাসন চালু করা তাওহীদের অন্যতম দাবী।
- দাওয়াতে দীন ও জিহাদ ইসলামী আকীদার মৌলিক দিক।
- ইসলাম বিরোধী বহু মতবাদ প্রচার প্রসারের চেষ্টা চলছে। এর বিরোধিতা করা ইসলামী আকীদার অন্যতম দাবী।

এসব বিষয় নিয়ে লেখকের 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আকীদা' নামক বইটি সত্যিই অনন্য। আমাদের আকীদাকে বিশুদ্ধ করার স্বার্থে লেখক স্বার্থক চেষ্টা করেছেন।